মু'মিনের এক নম্বর কাজ
এবং
শয়তানের এক নম্বর কাজ

গবেষণা সিরিজ-৪

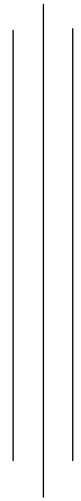

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০,০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৯
দশম সংস্করণ : জুন ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৭০.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৪
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	মু'মিনের এক নম্বর কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৫
৭	মু'মিনের এক নম্বর কাজের বিষয়ে প্রকৃত তথ্য	২৬
৮	মু'মিনের এক নম্বর কাজের বিষয়ে Common sense	২৭
৯	মু'মিনের এক নম্বর কাজের বিষয়ে আল কুরআন	২৯
১০	কোন বিষয় বা গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ	৪৩
	▪ প্রচলিত ধারণা	৪৩
	▪ প্রকৃত তথ্য	৪৪
১৩	শয়তানের এক নম্বর কাজ	৬৩
১৪	মু'মিনের আল কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞান থাকতে হবে	৬৯
১৫	কুরআন বোঝা কঠিন না সহজ	৭৩
১৬	আল কুরআনের জ্ঞানীদের স্তর বিন্যাস	৭৯
১৭	আল কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে কি না	৮৪
১৮	কুরআনের জ্ঞান অর্জনে সফল হওয়ার বিষয়ে সার্বিক তথ্য	৮৬
১৯	আল কুরআনের কোন অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে হবে?	৮৭
২০	শয়তানের ১নং কাজকে ব্যর্থ করার জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাসমূহ	৯৫
২১	শয়তানের ১নং কাজকে ব্যর্থ করার জন্য আল্লাহর জানানো ব্যবস্থাসমূহকে শয়তান যেভাবে প্রায় শতভাগ বিফল করে দিয়েছে	৯৭
২২	আল কুরআনের ধারক মুসলিমদের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাসমূহকে শয়তান যেভাবে প্রায় শতভাগ বিফল করে দিয়েছে	৯৮
২৩	শেষ কথা	৯৯

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গেছে?

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ

এক নম্বর কাজ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই, মু'মিন ও শয়তানের এক নম্বর কাজ বলতে বুঝায় মু'মিন ও শয়তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর তাই সহজে বলা যায় দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে মু'মিনকে তার এক নম্বর কাজটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে এবং শয়তানের এক নম্বর কাজটি হতে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে দূরে থাকতে হবে। অতীব দুঃখের বিষয় বর্তমান বিশ্বের মু'মিনদের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ মু'মিন তার এক নম্বর কাজে ভীষণ দুর্বল। অন্যদিকে শয়তানের এক নম্বর কাজকে সফল করার জন্য তারা নানাভাবে সহায়তা করছে। আর এর মূল কারণ হলো মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ কোনটি সে বিষয়ে অধিকাংশ মু'মিনের ধারণা না থাকা বা ভুল ধারণা থাকা। মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল বা সর্বপ্রধান কারণও এটি।

পুস্তিকাটিতে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজসহ মু'মিনের এক নম্বর কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক নম্বর কাজে মু'মিনদেরকে সফল এবং শয়তানকে ব্যর্থ করানোর ব্যাপারে পুস্তিকাটি বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ৩০.০১.২০০৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
৩০.০১.২০০৩ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের

তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবকটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে।

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. **Common sense** (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense** এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক পুস্তিকাটিতে।

পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense—এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।
(আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ,

ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩নং তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা **'ইলহাম'** নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(আল ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

আল হাদীস

হাদীস-১

فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন- আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، 'مُسْنَدِهِ' فِيْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ،
فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ ..... قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي
أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ
يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ،
وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- ওয়াবেসা (রা.) বলেন -... ... ... এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫। نَزَلَ الرَّقَّةَ

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَنْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- ইমাম আবূ ‘আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ‘যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে’ অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির ‘যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু’মিন’ অংশ থেকে জানা যায়- মু’মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিতি শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরো হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত উৎস।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে ‘বিজ্ঞান’ যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে

নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে ও নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের

মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

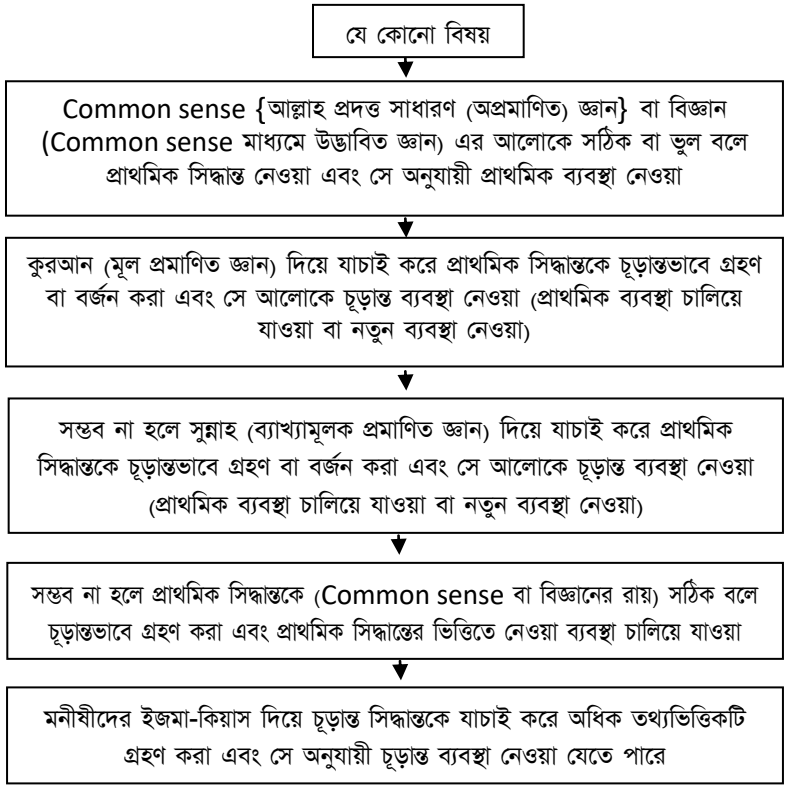

মূল বিষয়

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম পালন করে সফল হতে চায়। আর এক নম্বর কাজ বলতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজকে বুঝায়। তাই মু'মিনের এক নম্বর কাজ বলতে বুঝায় মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শয়তানের এক নম্বর কাজ হবে মু'মিনের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজ। এ জন্যে, জীবন পরিচালনা করে সফল হতে হলে একজন মু'মিনকে অবশ্যই তার এক নম্বর কাজটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে এবং শয়তানের এক নম্বর কাজটি হতে সর্বশক্তি দিয়ে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মু'মিন এ দু'টি বিষয়ে ভীষণ দুর্বল। আর এর প্রধান কারণ হলো মু'মিনের এক নম্বর কাজ কোনটি এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ কোনটি সে সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকা। এক নম্বর কাজে দুর্বল থাকলে ব্যর্থতাও হবে এক নম্বরের। তাই মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ হলো এক নম্বর কাজে দুর্বলতা থাকা।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো- কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের আলোকে একজন মু'মিনের এক নম্বর কাজ কোন্‌টি এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ কোনটি তা মু'মিনগণের সামনে তুলে ধরা এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে হারানো স্থান ফিরে পাওয়ার জন্য মুসলিম জাতিকে 'এক নম্বর' উপায়ে সহায়তা করা।

মু'মিনের এক নম্বর কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

ধারণা-১

বর্তমান বিশ্বে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি আমল পালন করা মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান আছে অতি নগণ্য জনের। এ তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি উপসনামূলক আমলের তুলনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ভীষণভাবে কম।

ধারণা-২

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন, হাদীস ও ফিকাহগ্রন্থের ধর্মীয় অংশটুকুই প্রধানত শেখানো হয়। বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সেখানে ভীষণ কম।

কাওমী বা দরসে নেজামী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় জ্ঞানের বাইরের জ্ঞানকে দুনিয়াবী জ্ঞান এবং তা শেখা উচিৎ নয় মনে করা হয়। আর তাই ঐ বিষয়গুলো সিলেবাসে রাখা হয়নি। অসংখ্য মুসলিম এই শিক্ষা ব্যবস্থাকেই প্রকৃত ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা মনে করেন। খুশীর বিষয় বর্তমানে কাওমী বা দরসে নেজামী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় জ্ঞানের বাইরের জ্ঞানকেও ধীরে ধীরে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

মু'মিনের এক নম্বর কাজের বিষয়ে প্রকৃত তথ্য

সকল ভাষায়, একটি বিষয় বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায়। যেমন- বাড়ীর কর্তা কথাটি বাড়ীর মালিক, বাড়ীর নেতা, বাড়ীর মুরব্বী, বাড়ীর মাথা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায়। কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (স.) বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করেছেন। এর প্রধান কারণ হলো তথ্যগুলো যেন দুষ্ট লোকেরা সহজে পাল্টিয়ে দিতে না পারে। কারণ, একটি স্থানের অর্থ পাল্টিয়ে দিলে অন্য স্থানে তা ধরা পড়ে যাবে। মু'মিনের 'এক নম্বর কাজ' ও শয়তানের 'এক নম্বর কাজ' তথ্য দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (স.) বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে তথ্য দু'টি উপস্থাপন করেছেন।

মু'মিনের 'এক নম্বর' কাজ কথাটি অন্য যে সকল শব্দ প্রয়োগ করে বলা যায় তা হলো- মু'মিনের সর্বপ্রথম কাজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ, সবচেয়ে মর্যাদার কাজ, সবচেয়ে লাভের কাজ, সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ ইত্যাদি। কুরআন ও হাদীসে মু'মিনের 'এক নম্বর' কাজ বুঝাতে উল্লেখিত শব্দগুলোর বিভিন্নটি বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

মু'মিনের এক নম্বর কাজের বিষয়ে **Common sense**

দৃষ্টিকোণ-১

❑ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম পালন করার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ (নগণ্যসংখ্যক নাস্তিক ভিন্ন) কোনো না কোনো ধর্ম বিশ্বাস ও পালন করে। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়-পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ মনে করে ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম পালন করা গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ সফল হওয়ার সার্বিক দৃষ্টিকোণ

কোনো বিষয় অনুসরণ করে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় জিনিস হলো ঐ বিষয়ের জ্ঞান। কারণ, না জেনে অনুসরণ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। আর সফলতা হলো- মর্যাদা, সম্মান, কল্যাণ, পারিশ্রমিক (সাওয়াব) ইত্যাদি পাওয়ার সবচেয়ে বড় তথা ১ নং পূর্বশর্ত। তাই Common sense অনুযায়ী- যে কোনো বিষয়ে মর্যাদা, সম্মান, কল্যাণ, পারিশ্রমিক (সাওয়াব) ইত্যাদি পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা ১ নং কাজ হলো ঐ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা তথা জ্ঞানী হওয়া।

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম অনুসরণ করে সফল হতে চায়। তাই Common sense অনুযায়ী মু'মিনের মর্যাদা, সম্মান, কল্যাণ, পারিশ্রমিক (সাওয়াব) ইত্যাদি পাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা ১ নং কাজ হবে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা তথা জ্ঞানী হওয়া।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই, সহজে বলা যায়- ইসলামী জ্ঞান বলতে বুঝাবে- ধর্মীয়, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। তাহলে এটিও সহজে বলা যায়, ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালে সফল হতে হলে- শুধু ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

Common sense অনুযায়ী এটিও বোঝা কঠিন নয় যে- ইসলামী জ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে এবং তা আছে।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ মানব জীবন শান্তিময় হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ইসলাম মানব জীবনকে শান্তিময় করতে চায়। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে বিজ্ঞান ছাড়া মানব জীবন শান্তিময় হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাই সহজে বলা যায়- ইসলাম পালন করে জীবন শান্তিময় হতে হলে শুধু ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েরও জ্ঞান থাকতে হবে। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে জ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহণের দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসক হলো সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করে সফল হতে চান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকগুলো হলো- মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, রেডিওলজি-ইমেজিং ইত্যাদি। একজন চিকিৎসককে প্রাকটিস করে সফল হতে হলে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল দিকের অন্তত মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম অনুসরণ করে সফল হতে চায়। আর উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (বাকারাহ/২ : ২৬)। তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- মু'মিনকে ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালে সফল হতে হলে- শুধু ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের সকল মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৬

❑ ইসলাম পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীকে শান্তিময় করতে হলে ইসলাম- পরাজিত শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকলে চলবে না। বিজয়ী শক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই, সহজে বলা যায়- বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে মুসলিমদের- শুধু ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে চলবে না। ধর্ম, বিজ্ঞান

(সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- মু'মিনের ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালে সফল হওয়ার জন্য ১ নং তথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা। আর সে জ্ঞানের বিষয় হবে- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ের জ্ঞান। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে জ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

মু'মিনের এক নম্বর কাজের বিষয়ে আল কুরআন

তথ্য-১

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

অনুবাদ : রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সূরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে- আল কুরআন হলো মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্যধারণকারী গ্রন্থ। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল কুরআনে মানুষের জীবনের সকল দিক তথা ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের তথ্য আছে।

তথ্য-২.১

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

অনুবাদ : আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব (আল কুরআন) নাযিল

করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ এবং মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশনা, অনুগ্রহ এবং সুসংবাদ।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

তথ্য-২.২

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অনুবাদ : আমরা কিতাবে (আল কুরআনে) কোন কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।

(সূরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানিতে পজিটিভ ও নেগেটিভ উপস্থাপন পদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনে ইসলামের সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ আছে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানব জীবনের খুঁটি-নাটি সকল বিষয় কুরআনে নেই। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের খুঁটি-নাটি (নফল) বিষয়গুলো কুরআনে নেই। আবার পোশাকের ডিজাইন, টুপি বা পাগড়ী মাথায় দেওয়া, দাড়ি রাখা ইত্যাদি আমলের কথাও কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই।

তাই, এ দু'খানি আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানব জীবনের সকল দিকের মৌলিক বিষয়গুলো কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সে দিকগুলো হলো- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি। আর এ বিষয়গুলোর কিছু জানানো হয়েছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিতে।

তথ্য-৩.১

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো রসূল (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া নিয়োগপত্র। ব্যাখ্যাকারীকে পরিপূর্ণভাবে বোঝানোর জন্য মূলগ্রন্থে থাকা বিষয়ের বাইরের তথা ছোটোখাটো কিছু

বিষয়ও বলা লাগে। তাই, রসূল (স.)-কেও কুরআন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে বোঝানোর জন্য কুরআনের বাইরের তথা ছোটোখাটো কিছু বিষয়ও (নফল/মুস্তাহাব ও মাকরূহ) বলতে হয়েছে।

তথ্য-৩.২

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

অনুবাদ : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে (ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্ণ করলাম ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।

(সূরা আল মায়েদা/৫ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি নাযিলের পর রসূল (স.) মাত্র ৮৫ দিন বেঁচে ছিলেন। অন্যদিকে আয়াতখানির পর আর কোন মৌলিক বিষয় ধারণকারী আয়াত নাযিল হয়নি। তাই, ৩নং তথ্যের আয়াতদু'খানি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক (ফরজ, হারাম, নফল ও মাকরূহ) সকল বিষয় কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত আছে। আর তাই বলা যায়- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। আর এ বিষয়গুলোর কিছু আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিতে।

তথ্য-৪

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ

অনুবাদ : আর তাঁর নিদর্শন/শিক্ষণীয় বিষয়ের ভেতর রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্বে।

(সূরা আশ শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা সকল জিনিসের সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে বুঝায় মানুষসহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা সকল জিনিসের সৃষ্টিতত্ত্ব। দু'একটি জিনিসের সৃষ্টিতত্ত্ব নয়। তাই, আয়াতখানি অনুযায়ী মু'মিনকে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৫

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ : আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন/শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখো না?

(সূরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানির শিক্ষা এটি নয় যে- শুধু দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে। কারণ, দৃঢ়বিশ্বাসী, দুর্বল বিশ্বাসী এমনকি অবিশ্বাসীদের জন্যও ঐ দুই স্থানে শিক্ষা রয়েছে। তাই, আয়াতদু'খানির শিক্ষা হবে- দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে।

২১ নং আয়াতে থাকা 'তোমরা কি দেখ না?' কথাটির মাধ্যমে পৃথিবী এবং মানব শরীরের ভেতরে থাকা বিষয়সমূহ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতীতে 'দেখা' বলতে বোঝাতো শুধু খালি চোখে দেখা। কিন্তু বর্তমানে 'দেখা' বলতে বুঝায় খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা। আয়াত দু'খানি অনুযায়ী, ঈমান দৃঢ় হওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্টি ও মানব শরীরের ভেতরের বিজ্ঞানের তথ্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৬

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

অনুবাদ : তারা কি দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মণ্ডলকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কীভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? পৃথিবীকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সূরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : আয়াত ক'খানিতে খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তথা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণী, মহাকাশ, পাহাড়-পর্বত, ভূপৃষ্ঠ অবলোকন করে শিক্ষা না নেওয়ার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। এ আয়াতক'খানি অনুযায়ীও মু'মিনদের জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৭

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.

অনুবাদ : আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন/শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত আছে, তারা এ সবের ওপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে।

(সূরা ইউসুফ/১২ : ১০৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে প্রথমে বলা হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর মানুষের চলার পথের চতুর্দিকে থাকা বিভিন্ন জিনিসে মানুষের জন্য নানা ধরনের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তারপর ঐ সকল জিনিস থেকে মানুষ শিক্ষা না নেওয়ায় মহান আল্লাহ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আয়াতখানি অনুযায়ী মু'মিনদের জন্য মহাকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস থেকে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৮

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : আর রসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়কে (ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (সঠিক শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।

(সূরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে বলা হয়েছে-

- ঈমান দৃঢ় হওয়ার বিষয়
- সত্য শিক্ষা
- উপদেশ
- স্মরণ রাখার বিষয় তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয়।

তাই, আয়াতখানি অনুযায়ী মু'মিনদের জন্য ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৯

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّاللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط

অনুবাদ : আর শত্রুদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখো যথাসাধ্য (বস্তুগত) শক্তি (অর্থনৈতিক, প্রচার, সামরিক, শরীর-স্বাস্থ্য) এবং সদা জাগ্রত অশ্বারোহী বাহিনী (সেনাবাহিনী)। (ঐ সবের মান এবং পরিমাণ এমন হবে) যেন তা দেখে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের জানা অজানা শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

(সূরা আল আনফাল/৮ : ৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির আদেশ পালন করতে হলে মু'মিনদের সামরিক বস্তুগত শক্তি (ট্যাংক, মিজাইল, যুদ্ধবিমান, পারমাণবিক শক্তি, প্রচারশক্তি ইত্যাদি) আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশের তুলনায় অনেক বেশি থাকতে হবে। এ অবস্থায় পৌঁছাতে হলে মু'মিনদের বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং বিজ্ঞান গবেষণা কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

তথ্য-১০

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)।

(সূরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে বলা হয়েছে মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি।

- বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

তাই আয়াতখানি অনুযায়ী- সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, ইত্যাদি অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝা যাবে।

যে বিষয়টিকে উৎকর্ষিত না হলে কুরআন, সুন্নাহ পড়ে বা শুনে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝা যাবে না সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই, আয়াতখানি অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-১১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

অনুবাদ : (২৭) তুমি কি দেখো না! আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর আমরা এটা দিয়ে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন করি; আর পাহাড়ের মধ্যে আছে নানান রঙ্গের গিরিপথ, সাদা, লাল ও নিকষ কালো। (২৮) আর এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু রয়েছে; নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ।

(সূরা আল-ফাতির/৩৫ : ২৮)

ব্যাখ্যা : ২৮ নং আয়াতখানির 'নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ' অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো- আলিম তথা ইসলামের ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞানীগণ শুধু আল্লাহকে ভয় করে।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ-

১. ২৭ নং আয়াত এবং ২৮ নং আয়াতের প্রথম অংশে রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া, তা থেকে বিভিন্ন রকম ফলমূল উৎপন্ন হওয়া, পাহাড়ের মধ্যে থাকা সাদা, লাল ও নিকষ কালো রঙ্গের গিরিপথ রং-বেরঙ্গের মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত পশু দেখতে বলা হয়েছে।
২. বর্তমান যুগে দেখা বলতে বোঝায়- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা।

তাই, ২৮ নং আয়াতের 'নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানীগণ' অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে- প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ শুধু আল্লাহকে ভয় করে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-১২

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : বল, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে?
(সূরা আয যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির প্রশ্নের উত্তর থেকে শিক্ষা নিতে হলে অংকের ঐকিক নিয়ম (Equation) জানতে হবে।
ঐকিক নিয়মের উদাহরণ- পুত্র ও পিতার বয়সের অনুপাত ২ : ৬। পুত্রের বয়স ১০ বছর হলে পিতার বয়স কত?
উত্তর

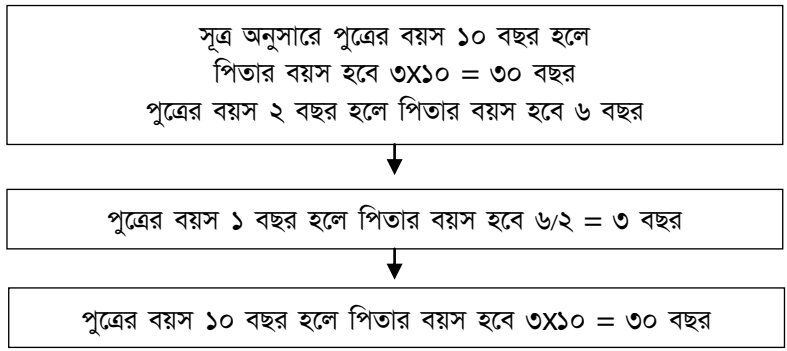

তাই, আয়াতখানির শিক্ষার প্রবাহচিত্র হবে নিম্নরূপ-

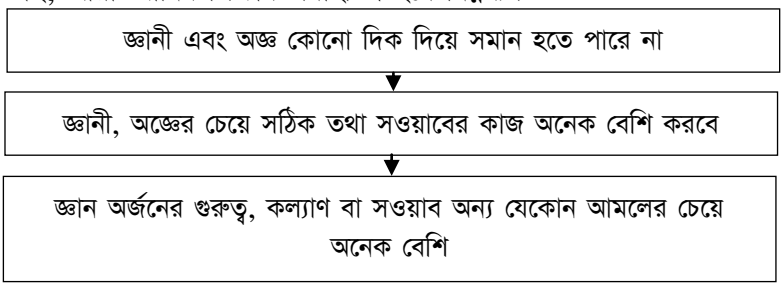

জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট থাকায় আয়াতখানিতে উল্লিখিত জ্ঞান বলতে বোঝাবে ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

তাই, আয়াতখানি অনুযায়ী, মু'মিনের এক নম্বর বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা। তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

তথ্য-১১

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

অনুবাদ : অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে?

(সূরা আল আন'আম/৬ : ৫০, সূরা রা'দ'/১৩ : ১৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির শিক্ষার প্রবাহচিত্র হবে নিম্নরূপ-

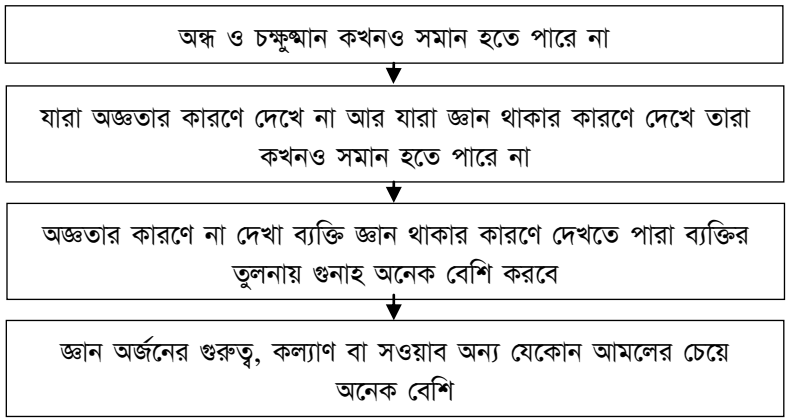

জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট থাকায় এ আয়াতখানি অনুযায়ীও, মু'মিনের এক নম্বর বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-১২

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

অনুবাদ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (তাদের মধ্য থেকে) যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

(সূরা আল মুজাদালা/৫৮ : ১১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ বলছেন, ঈমান আনা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা জ্ঞান বেশি রাখে তাদের মর্যাদা বেশি। এখানেও জ্ঞানের বিষয়টি অনির্দিষ্ট।

তাই, এ আয়াতখানি অনুযায়ীও, মু'মিনের এক নম্বর বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা। তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

তথ্য-১৩

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

অনুবাদ: বরং সেটা (কুরআন) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত, তাদের সদরে যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

(সূরা আনকাবুত/২৯ : ৫৯)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: বরং কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ধর্মীয়, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা ধারণকারী গ্রন্থ। সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তথা সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল/বিবেকে। যারা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (নীতিমালা) অনুযায়ী ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে ধর্মীয়, শরীর বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানী হয়েছে।

আয়াতখানি থেকে জানা যায়- কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হলে- শরীর বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- মু'মিনের ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা নেকীর কাজ সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- মু'মিনের ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের (নেকী) কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা। তবে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বা নেকীর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

তাই এখন আমাদের জানতে হবে- কোন বিষয় বা গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই শুধু মু'মিনের ১ নং কাজের ব্যাপারে ইসলামের রায় চূড়ান্তভাবে জানা যাবে।

এ পর্যায়ের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ بْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অনুবাদ : ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) আনাস বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম বিন আম্মার থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের ওপর ফরয।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন মাজাহ আল-কাযবীনী, সুনান ইবনে মাজাহ, كِتَابُ الْمُقَدِّمَة (প্রারম্ভিকা অধ্যায়), بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ (আলেমদের মর্যাদা ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২২৪, পৃ. ৫২।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে কোনো বিষয় উল্লেখ না করে জ্ঞান অর্জন করাকে ফরজ বলা হয়েছে। তাই হাদীসটি অনুযায়ী- ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সকল দিকের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ.

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল আ'লা আস-সান'আনী থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রা.) বলেন, দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন (নিরক্ষর) ইবাদাতকারী এবং অন্যজন শিক্ষিত (ইবাদাতকারী)। রসূল (স.) বললেন- শিক্ষিত ও নিরক্ষর ইবাদাতকারীর মর্যাদার পার্থক্য তেমন, যেমন আমার মর্যাদার সাথে তোমাদের একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্য। তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতারা এবং আসমান-জমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দো'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ الْعِلْمِ(জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ(জ্ঞানের মর্যাদা ইবাদতের চেয়েও বেশি পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৮৫, পৃ. ৪৭৫।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানি অনুযায়ী শিক্ষিত ও নিরক্ষর ইবাদাতকারীর মর্যাদার পার্থক্য হলো- রসূল (স.)-এর মর্যাদা ও একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার পার্থক্যের অনুরূপ। অর্থাৎ সে পার্থক্য অপরিসীম।

হাদীসখানির শেষে, শিক্ষিত ইবাদাতকারীর জ্ঞানের বিষয়বস্তু কী হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 'কল্যাণকর জ্ঞান' ব্যাক্যটি দিয়ে। অর্থাৎ যেকোন কল্যাণকর জ্ঞান। তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ী একজন মু'মিন ব্যক্তির ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান তথা ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের জ্ঞান অর্জন করা।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন- আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি (রসূল সা.) বলেছেন, মানুষ রৌপ্য ও স্বর্ণের খনি স্বরূপ। জাহিলী সমাজে যারা উত্তম ছিলো ইসলামী সমাজেও তারা উত্তম হবে যদি তারা হিকমাহ/প্রজ্ঞা অর্জন করে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম, كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ (সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক

রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়), بَابُ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ(রূহসমূহ সমাজবদ্ধ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৩৮, পৃ. ৭৫৩।

ব্যাখ্যা : জাহিলী সমাজ হলো সে সমাজ যে সমাজের মানুষ জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense (আকল/বিবেক/বোধশক্তি)-কেও কাজে লাগায় না। তাই, জাহিলী সমাজের উন্নত মানুষ হলো সে ব্যক্তিরা যারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-কে ব্যবহার করে চলে। অর্থাৎ তার উন্নত মন-মানসিকতা ও কাজ-কর্ম ওয়ালা মানুষ। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হিকমাহ/প্রজ্ঞার সংজ্ঞা হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense /আকল /বিবেক /বোধশক্তির উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

তাই, হাদীসখানির একটি প্রধান শিক্ষা হলো- জাহিলী সমাজে যারা Common sense ব্যবহার করে চলার জন্যে উত্তম ব্যক্তি ছিলো তারা যদি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ব্যবহার করে চলে তবে তারা ইসলামী সমাজেও উত্তম ব্যক্তি হবে। তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ীও একজন মু'মিন ব্যক্তির ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ হলো ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের জ্ঞান অর্জন করা।

হাদীস-৪

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَاءِهَا .

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : দারেমী, হাদীস নং ২৬৪)

ব্যাখ্যা : রসূল (স.) এখানে উত্তম কথাটি অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। তাই এ হাদীসের বক্তব্য হবে রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে অন্য ইবাদাত করার চেয়ে সফলতা, লাভ, সওয়াব, মর্যাদার ইত্যাদি দিক দিয়ে উত্তম। তাই এ হাদীসখানির আলোকেও বলা যায়, একজন মু'মিন ব্যক্তির ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা তথা ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের জ্ঞান অর্জন করা।

কোন বিষয় বা গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি- একজন মু'মিন ব্যক্তির ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ হলো ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা তথা ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি), অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি দিকের জ্ঞান অর্জন করা। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো কোন বিষয় বা গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে আমরা মু'মিনের ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

প্রচলিত ধারণা

প্রচলিত ধারণা-১

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি আমল পালন করা ব্যক্তিদের মধ্যে কুরআনের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান আছে খুব কম জনের। এখান থেকে সহজে বোঝা যায়- বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশের ধারণা হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব বা সাওয়াব- সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের তুলনায় অনেক কম।

প্রচলিত ধারণা-২

১. মাদ্রাসায় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়, কিন্তু খতমে তাফসীরের কোনো অনুষ্ঠান হয় না।

২. মাদ্রাসায় হাদীসের শিক্ষকের মর্যাদা কুরআনের শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি।
৩. শায়খুল হাদীস অনেক আছে কিন্তু শায়খুত তাফসীর নেই বললেই চলে।
৪. কুরআনের চেয়ে হাদীস ও ফিকহে অনেক বেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর পড়াশুনা করে।
৫. ইংরেজী ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ কামিল মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগ আছে কিন্তু তাফসীর বিভাগ নেই।
৬. সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের অন্য বিষয়ের (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, মাকছুদুল মু'মিনিন, ফাজায়েলে আমল ইত্যাদি) জ্ঞানের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান ভীষণভাবে কম।
৭. অসংখ্য মুসলিম অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়েন কিন্তু হাদীস ও অন্য কোনো গ্রন্থ অর্থছাড়া বা না বুঝে পড়েন না ।
৮. আহলে হাদীস আছে কিন্তু আহলে কুরআন ও হাদীস নেই।
১০. আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত আছে কিন্তু আহলুল কুরআন সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নেই।

এ সকল তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞানের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব খুব কম।

প্রচলিত ধারণা-৩

বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত একটি ধারণা হলো- নফল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

প্রকৃত তথ্য

Common sense

কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের চিরসত্য নিয়ম হলো, প্রথমে ঐ বিষয়ের সর্বাধিক নির্ভুল উৎস হতে জ্ঞান অর্জন করা। কারণ, জ্ঞানে ভুল থাকলে আমলেও ভুল হবে। ফলে আমলটি ব্যর্থ হবে। ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো- আল কুরআন। তাই Common sense অনুযায়ী-

১. একজন মু'মিনের অন্যগ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করার আগে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য, ফাজায়েলে আমল, চিকিৎসা বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, অংক, পলিটিকাল সাইন্স, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি যাই হোক।

২. অন্য যেকোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন এবং যেকোন আমলের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বা সাওয়াব অনেক বেশি হবে।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে বলা যায়- কোন বিষয় বা গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

১. একজন মু'মিনের যেকোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করার আগে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. অন্য যেকোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন বা অন্য যেকোন আমলের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বা সাওয়াব অনেক বেশি।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ .

অনুবাদ : আর (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক (ভ্রূণ অবস্থায়) আদম সন্তানের পাঁজর ও কোমরের হাড়ের মধ্যবর্তি স্থানের পিঠের দিক (অবস্থিত প্রজনন অঙ্গ) থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকেই (মানুষকেই) তাদের ওপর সাক্ষী রেখে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন (এবং জিজ্ঞাসা করলেন) আমি কি তোমাদের রব নই? তারা (মানুষ) বললো-অবশ্যই; (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ স্বীকারোক্তি নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে (তৌহিদ/আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ে) অজ্ঞ ছিলাম (তাই শিরক করেছি)। আর (এ স্বীকারোক্তি নেওয়ার অন্য একটি কারণ) তোমরা যেনো না বলতে পারো, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের পূর্বে শিরক করেছে আর আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে বাতিলপন্থীরা (সঠিক জ্ঞান না থাকা পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে (ও আমাদের শিখিয়েছে) তার জন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(সূরা আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায় রুহের জগতে মহান আল্লাহ তাঁর সামনে রেখে সকল রুহ থেকে তৌহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কে স্বীকৃতি নিয়েছিলেন।

আয়াতখানিতে রুহের জগতে সকল রুহ থেকে তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকৃতি নেওয়ার ১ম কারণ বলা হয়েছে- মানুষ যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পারে যে, তৌহিদ না জানার জন্যে তারা শিরক করেছে। তৌহিদ জানার আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো আল কুরআন। তাই, রুহের জগতে সকল রুহ থেকে তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকৃতি নেওয়ার ১ম কারণের আলোকে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

আয়াতখানিতে রূহের জগতে সকল রুহ থেকে তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকৃতি নেওয়ার ২য় কারণ বলা হয়েছে- কিয়ামতের দিন মানুষ যেন বলতে না পারে তাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করেছিল। আর সঠিক জ্ঞান না থাকা পূর্বপুরুষগণের করা ঐ শিরক বিনা যাচাইয়ে মেনে নিয়ে তারা পালন করেছিল। তাই আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন না। এ বক্তব্য দিয়ে- বাপ, দাদা, আকাবের, মনীষী, মুরব্বীদের অন্ধ অনুসরণ (তাকলিদ) করলে দুনিয়া ও পরকালে ধ্বংস হতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ অনুসরণ (তাকলিদ) হলো- বাপ, দাদা, আকাবের, মনীষী, মুরব্বীদের বক্তব্য যাচাই না করে মেনে নেওয়া ও আমল করা। আর অন্ধ অনুসরণ যেন না করতে হয় সে জন্য আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের তিনটি উৎস দিয়েছেন- কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। ঐ তিনটি উৎসের মধ্যে কুরআন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর Common sense নামক উৎসটি আল্লাহ, সকল রুহকে প্রথমে রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে তারপর ইলহামের মাধ্যমে সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন।

তাই, রুহের জগতে সকল রুহ থেকে তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকৃতি নেওয়ার ২য় কারণের আলোকেও মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-২

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ : পড় (জ্ঞান অর্জন কর) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (কোন স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু) থেকে। পড় (জ্ঞান অর্জন কর), আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানে না।

(সূরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এই পাঁচখানি আয়াত রসূল (স.) এর ওপর প্রথম নাযিল হয়। বেশির ভাগ বর্ণনা অনুযায়ী এরপর ৩ থেকে ৬ মাস কুরআন নাযিল হয়নি। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় রসূল (স.) অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এটি মনে করে যে, তাঁকে রসূল হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আয়াত পাঁচখানি নাযিল হওয়ার পর লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকার কারণ হিসেবে সাধারণত যেটি বলা হয় তা হলো, রসূল (স.)-কে ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করানো। কিন্তু কারণ এটি নয়। কারণ, কোন কাজে মানুষকে অভ্যস্ত করতে হলে সেটি তাকে দিয়ে বার বার করাতে হয়। কিন্তু ২য় বার ওহী নাযিল হওয়ার পর ঐরকমটি আর হয়নি।

তাই, আয়াতপাঁচখানি নাযিল হওয়ার পর লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকার মূল কারণটি ছিলো, মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে- এ পাঁচখানি আয়াতের শিক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ৬ মাস ধরে তোমরা শুধু এ পাঁচখানি আয়াতের শিক্ষাটি বুঝা ও মনে রাখার চেষ্টা কর।

আয়াত পাঁচখানিতে লক্ষণীয় বিষয় হলো-

১. প্রথম শব্দটি হচ্ছে পড় অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর। এটি আদেশমূলক কথা। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বপ্রথম কুরআনের মাধ্যমে যে আদেশটি মানুষকে দিয়েছেন তা হলো জ্ঞান অর্জন করার আদেশ।
২. জ্ঞান অর্জন করার আদেশ দেওয়ার পর-আল্লাহ যে কয়টি লাইন বা আয়াত পড়তে বলেছেন, তা কুরআনের লাইন বা আয়াত। হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি কোন গ্রন্থের লাইন বা আয়াত নয়।
৩. যে পাঁচটি আয়াত পড়তে বলা হয়েছে সেখানে জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অর্জনের সহায়ক জিনিসের কথাই শুধু বলা হয়েছে। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দ্বীন, শিরক না করা ইত্যাদি কোন আমলের কথা বলেননি।

৪. ৫ম আয়াতখানিতে 'কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে পূর্বে জানে না' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে এমন বিষয় মানুষকে জানানো হয়েছে যা জন্মগতভাবে জানে না।

৫. কুরআনের অসংখ্য আয়াতে 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে তথা শুধু ঈমান আনা ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। অর্থাৎ আয়াত পাঁচখানি সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

তাই এ পাঁচখানি আয়াতের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা দুনিয়ার জীবন ও মৃত্যুর পরের জীবনে সফল হতে চায় তাদের সর্বপ্রথম, এক নম্বর, সবচেয়ে বড় কল্যাণ, সবচেয়ে বড় সাওয়াব, বা সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মু'মিনকে-

১. অন্য যেকোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করার আগে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. অন্য যেকোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন এবং যেকোন আমলের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বা সাওয়াব অনেক বেশি।

তথ্য-৩

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অনুবাদ : রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যের পার্থক্যকারী।

(সূরা বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ আয়াতখানির মাধ্যমে যে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

১. কুরআন সকল মানুষের জীবন পরিচালনার জ্ঞানের উৎস।

২. জ্ঞানের উৎসের মধ্যে কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত উৎস।

৩. কুরআন সত্য-মিথ্যের পার্থক্যকারী।

অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন।

কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের চিরসত্য নিয়ম হল ঐ বিষয়ের সর্বাধিক নির্ভুল গ্রন্থটির জ্ঞান প্রথমে অর্জন করা। তাই সহজেই বলা যায়, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-

১. ইসলাম পালন করে যারা সফল হতে চায় তাদের সর্বপ্রথম ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ আল কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. শুধু হাদীস পড়ে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করলে জাল হাদীস ধরতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে যাওয়া লাগতে পারে।

তথ্য-৪

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অনুবাদ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন- যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা) শেখায়; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো।

(সূরা আল জুম'আ/৬২ : ২)

ব্যাখ্যা : একই ধরনের বক্তব্য আল্লাহ রেখেছেন সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ নং এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে। বক্তব্যটা গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনের চারটি স্থানে তা উল্লেখ করেছেন। রসূল (স.)-কে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনশক্তি তৈরি করার কর্মপদ্ধতিগুলো আল্লাহ তা'য়ালা এ ৪টি স্থানে গুরুত্বের ক্রমানুসারে জানিয়ে দিয়েছেন। আর রসূল (স.) সেভাবেই তা পালন করতেন। আলোচ্য আয়াতখানিতে যে ক্রমানুযায়ী বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

১. কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানো
রসূল (স.) কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। এ থেকে আরবরা কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্যগুলো সাধারণভাবে জেনে ও বুঝে যেতেন। কারণ, তারা আরব ছিলেন।

২. মু'মিনদের পরিশুদ্ধ করা
রসূল (স.) কুরআনের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে মু'মিনদের জীবন ঢেলে সাজাতেন। অর্থাৎ রসূল (স.) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মু'মিনদের গঠন করতেন।

৩. কুরআন শিক্ষা দেওয়া

তেলাওয়াত শুনার পর কুরআনের অতি অল্পসংখ্যক যে বক্তব্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো সেগুলো রসূল (স.) কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

৪. হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা) শিক্ষা দেওয়া

হিকমাহ হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তির উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

আর হিকমাহওয়ালা (প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ) ব্যক্তি হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তির উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি।

তাই, রসূল (স.) চতুর্থ যে কাজটি করতেন তা হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে সাহাবীগণের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তিকে উৎকর্ষিত করার পদ্ধতি শেখাতেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল কুরআনের যে চারটি স্থানে রসূল (স.) কর্তৃক মানুষ গঠনের এ ৪ টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ২, ৩ ও ৪ ধারার বিষয়গুলোর ক্রম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ১ নং ধারার বিষয়টি (কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা) সকল স্থানে ১ নং অবস্থানে রয়েছে। তাই কুরআনের এ ৪টি স্থানের তথ্য থেকে জানা যায়-

১. একজন মু'মিনের সর্বপ্রথম, এক নম্বর, সবচেয়ে বড় কল্যাণ, সবচেয়ে বড় সাওয়াব, বা সবচেয়ে বড় মর্যাদার কাজ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।

২. কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ (ফরজে আ'ইন)।

তথ্য-৫

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

অনুবাদ : দ্বীনে জোর-জবরদস্তি নেই, অবশ্যই সত্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যে থেকে।

(সূরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির প্রথম অংশের স্পষ্ট বক্তব্য হলো দ্বীন তথা ইসলামে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- ইসলাম গ্রহণ তথা ঈমান আনা এবং ইসলাম শেখানোর ব্যাপরে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। কারণ-

- ঈমান মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। আর আমল হলো মনে থাকা ঈমানের প্রমাণ। ঈমান আনা ব্যক্তি ঈমানের দাবিকৃত আমল শুধু তখনই করবে যখন সে মন থেকে ঈমান আনবে। তাই, জোর-জবরদস্তি করে মানুষকে ঈমান আনালে ঈমানের দাবি কখনও পূর্ণ হবে না।
- জোর-জবরদস্তি করে দেওয়া শিক্ষা মানুষ মন-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ হয় না।

তাই, আয়াতখানির প্রথম অংশে এ দু'টি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতখানির শেষ অংশের বক্তব্য হলো- অবশ্যই সত্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যে থেকে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো- কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত সত্য জ্ঞানকে মিথ্যে জ্ঞান থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতের প্রথম অংশের বক্তব্যের সাথে এ অংশের বক্তব্য মেলালে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো- ইসলাম গ্রহণ, শিক্ষা দেওয়া ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর-জবরদস্তি তথা শক্তি প্রয়োগের কোনো স্থান নেই। ইসলামের শক্তি হলো এর জীবন সম্পর্কিত সত্য (নির্ভুল) জ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের যৌক্তিকতা ও নির্ভুলতা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ কাজটি করার জন্য সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাসের গুরুত্ব ব্যাপক বলে কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে স্পষ্ট করে বলা যায়- ইসলামের মূল শক্তি হলো জ্ঞানের শক্তি। ঐ জ্ঞানের মধ্যে জীবনের সবদিকের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। তবে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের অবস্থান প্রথমে। আর এ দুটির মধ্যে কুরআনের জ্ঞান হবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হলো মূল জ্ঞান।

وَسِيقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ط

অনুবাদ : আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেওয়া হবে; যখন তারা জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে বার্তাবাহক আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতো এবং এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত?

(সূরা আয যুমার/৩৯ : ৭১)

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ.

অনুবাদ : যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী (কুরআন নিয়ে) আসেনি? তারা বলবে হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি; নিশ্চয় তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো।

(সূরা মূলক/৬৭ : ৮, ৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দুই স্থানের আয়াত ক'খানির বক্তব্যের মাধ্যমে জাহান্নামের দুয়ারে জাহান্নামীরা পৌঁছালে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের কর্মের ফল পাওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ পৌঁছালে, প্রহরীরা যা জিজ্ঞাসা করবে তা জানানো হয়েছে। দেখা যায়- প্রহরীরা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দ্বীন ইত্যাদি আমল অথবা হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির জ্ঞান অর্জনের কথা জিজ্ঞাসা করবে না। তারা জিজ্ঞাসা করবে, কোন বার্তাবাহক বা সতর্ককারী গিয়ে তাদেরকে কুরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়েছিল কি না? কারণ, কুরআন জানলে ও মানলে তাদের জাহান্নামে আসতে হতো না।

তাই এখান থেকেও বুঝা যায় একজন মু'মিন, যে পরকালে চূড়ান্তভাবে সফল হতে চায় তার প্রথম করণীয় আমল, এক নম্বর আমল, সবচেয়ে বড় কল্যাণের আমল, সবচেয়ে বড় সাওয়াবের আমল হবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতগুলোসহ আরো আয়াত থেকে জানা যায়-

১. মু'মিনকে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. মু'মিনের ১নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বড় কল্যাণ, নেকী বা সাওয়াবের আমল হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

৩. কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

৪. কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানলে জাল হাদীস ধরতে না পারার জন্যে ব্যক্তি মুসলিমকে পরকালে জাহান্নামে যাওয়া লাগতে পারে।

৫. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (ফরজে আইন)।

৬. ইসলামের মূল শক্তি হলো কুরআনের নির্ভুল ও যৌক্তিক জ্ঞানের শক্তি।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- কোন বিষয় বা গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে-

১. মু'মিনকে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. মু'মিনের ১ নং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বড় কল্যাণ, নেকী বা সাওয়াবের আমল হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

৩. কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

৪. কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানলে জাল হাদীস ধরতে না পারার জন্যে ব্যক্তি মুসলিমকে পরকালে জাহান্নামে যাওয়া লাগতে পারে।

৫. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (ফরজে আইন)।

৬. ইসলামের মূল শক্তি হলো কুরআনের নির্ভুল ও যৌক্তিক জ্ঞানের শক্তি।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.)ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, কুরআনের ফজিলত অধ্যায় (كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ), তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচে' উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায় পরিচ্ছেদ, (بَابٌ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ), হাদীস নং ৫০২৭, পৃ. ৬২৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সরাসরি কুআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং কুরআন শেখানোকে সর্বোত্তম আমল তথা সবচেয়ে বড় সাওয়াব বা নেকীর কাজ বলা হয়েছে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: " يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- আবু সাঈদ (রা.) হতে বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (রসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ (পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯২৬, পৃ. ৫১৩।

ব্যাখ্যা : যিক'র করার অর্থ আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহকে স্মরণ করার একটি অর্থ হলো তাঁর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ অনুসরণ করা। তাই, হাদীসখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে, যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন, গবেষণা বা অন্যকে কুরআন শেখানো নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে অন্য (নফল) আমল পালন করতে পারে না, তাদেরকে অধিক নেকী দেওয়া হবে। আর তাই হাদীসখানির এ অংশ অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সাওয়াব ইসলামের অন্য যেকোন আমলের চেয়ে বেশি।

হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে- কুরআনের মর্যাদা ও অন্য কালামের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী- কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সওয়াব/নেকী অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস-৩

أَخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ

الطَّائِيِّ، عَنْ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: 2] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যে তথ্য (মিথ্যে হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান

করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমদের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (রসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

১. হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যে তথ্য (মিথ্যে হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে। 'অচিরেই মিথ্যে তথ্য (মিথ্যে হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
এ অংশ থেকে জানা যায়, অল্প সময়ের মধ্যে মিথ্যে হাদীস মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়বে।

২. 'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী' অংশের ব্যাখ্যা :
এ অংশ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন। তাই, এ অংশের আলোকে সহজে বলা যায়- জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন হলো মূল এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৩.'যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা :

বক্তব্যটির অর্থ এটি নয় যে, কুরআন ছাড়া অন্যকোনো গ্রন্থ যেমন হাদীস, ফিকহ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। কারণ, কুরআন ও রসূল (স.)-এর অন্য হাদীসে এ বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে। তাই এ কথার অর্থ হবে, অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করা যাবে তবে সে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার পরে বা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে। কারণ, কেউ যদি শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে তবে সে-

- জীবনের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে সে মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় আমল করবে। তাই, তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।
- অন্যগ্রন্থে কোন ভুল তথ্য থাকলে সেটি সে বুঝতে বা ধরতে পারবে না।

৪.'(কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ' অংশের ব্যাখ্যা :

এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ।

৫.'যা (কুরআন) দিয়ে মানুষের অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না' অংশের ব্যাখ্যা :

এ অংশ থেকে জানা যায় যে-

- যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে জ্ঞান অর্জন করলে কুরআনে উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকবে না।
- অন্যকথায়, যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করলে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে ইসলামের সকল প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) বিষয় জানা যাবে।

৬.'তা দিয়ে আলেমদের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না' অংশের ব্যাখ্যা :

এ অংশ থেকে যা জানা যায়-

ক. কুরআন যতো অধ্যয়ন করা হবে মানুষের জ্ঞান ও ঈমান ততো বৃদ্ধি পাবে।

খ. কুরআন নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেলে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম, (কায়রো: দারু ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রি.), كِتَابُ الْإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ (সকল ধর্মের মানুষের জন্য আমাদের নবীর রিসালাতের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়া ও তাঁর ধর্মের মাধ্যমে সকল ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৪০, পৃ. ৫২।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাই রসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসখানি বলা আরম্ভ করেছেন। রসূল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো- রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথা রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রসূল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস।

তাই হাদীসখানির মূল বক্তব্য হলো- যে রসূল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসূল (স.) যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরব ও সাহাবী। তাহলে রসূল (স.) কেনো এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সে কারণগুলো হলো-

কারণ-১

❑ ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করতে না পারা।

এটি সহজে বোঝা যায় কুরআন ও হাদীসের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকলে।

আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

- কুরআনের শব্দগুলো আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক বাছাই করা।
- কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লেখা ও মুখস্ত করে রাখা হয়েছে।
- ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় কুরআনে উপস্থিত আছে।
- প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা, পালন করা ও দূরে রাখাকে উৎসাহিত ও নিরুৎসাহিত করা এবং বাস্তবায়নের বিকল্প পদ্ধতির বর্ণনা সম্বলিত বক্তব্য।
- প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির সকল মৌলিক বিষয়।
- একটি মাত্র অমৌলিক করণীয় বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)।

হাদীসের বৈশিষ্ট্য

- হাদীসে উপস্থিত আছে ওপরে বর্ণিত কুরাআনের সকল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যকারী বক্তব্য এবং ইসলামের সকল অমৌলিক বিষয়।
- হাদীসগ্রন্থে থাকা সকল কওলী হাদীস রসূল (স.)-এর নিজস্ব শব্দে বলা।
- সাহাবীগণ কওলী হাদীসের কথাগুলোকে শুনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে যা বুঝেছেন তা নিজ শব্দ প্রয়োগ করে উপাস্থাপন করেছেন তথা রসূল (স.)-এর কথার ভাব বর্ণনা করেছেন (আমাদের গবেষণায়- একজন সাহাবীর বলা অভিন্ন বক্তব্য বিষয় সম্বলিত

হাদীসের, একাধিক গ্রন্থে থাকা বর্ণনায় বা দুইজন সাহাবীর অভিন্ন বক্তব্য বিষয় সম্বলিত হাদীসের একই গ্রন্থে থাকা বর্ণনায়, শব্দ অভিন্ন পাওয়া যায়নি)।

- হাদীসগ্রন্থে থাকা সকল ফে'য়লী ও তাকরীরী হাদীস রসূল (স.)-এর করা কাজ বা অনুমোদনের সাহাবীগণ কর্তৃক প্রদত্ত শব্দে বর্ণিত।
- সাহাবীগণ অধিকাংশ হাদীস জেনেছেন অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে শোনার মাধ্যমে। কারণ, সকল সাহাবীর ২৪ ঘণ্টা রসূল (স.)-এর সাথে থেকে সরাসরি তাঁর মুখ থেকে হাদীস শুনা সম্ভব ছিল না।
- বর্তমান যুগের মুসলিমরা যে সব গ্রন্থ পড়ে হাদীস শিখছেন তা হলো রসূল (স.)-এর কথার ৫ থেকে ৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসা শোনা কথার লিপিবদ্ধ রূপ। আর হাদীস প্রকৃতভাবে লেখা হয়েছে রসূল (স.)-এর মৃত্যুর প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর।

তাই, শুধু হাদীস পড়ে কেউ ইসলাম জানলে সে কোনভাবে ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তার ইসলাম পালনে মৌলিক ত্রুটি থাকবে। আর এর ফলস্বরূপ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কারণ-২

❑ জাল/মিথ্যা হাদীস ধরতে না পারা

কুরআনের সকল বক্তব্য নির্ভুল। তাই, কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যেই বলুক বা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যে। আর তাই, কুরআন না জেনে হাদীস পড়লে ইচ্ছাকৃতভাবে বলা মিথ্যে হাদীস বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলা ভুল হাদীস ব্যক্তি ধরতে পারবে না। আর তাই, ব্যক্তি জাল হাদীসের ওপর আমল শুরু করে দেবে। বিষয়টি যদি মৌলিক হয় তবে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কারণ-৩

❑ মুসলিমরা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

কুরআনকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সময় রসূল (স.) তাঁর যুগের মানুষদের বুঝতে পারার মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কুরআনের তথ্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, কুরআনের মূল শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। ঐ অর্থের একটি এক যুগ এবং অন্যটি অন্য যুগের জন্য যথার্থ হবে। এ জন্য

মানুষ যদি তাদের যুগের জ্ঞানকে সামনে রেখে কুরআন পড়ে বা ব্যাখ্যা করে তবে কুরআনে এমন তথ্য পাওয়া যাবে যা মানুষ আগে বুঝতে পারেনি। কারণ, মানুষের মনে একটি বিষয়ে ধারণা না থাকলে চোখ তা দেখে না (সূরা হাজ্জ/২২, আয়াত নং ৪৬)। অন্যদিকে কুরআনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার হবে। এতে মানুষের অনেক কল্যাণ হবে। ঐ আবিষ্কার সঠিক হলে কুরআনের তথ্যের সাথে তা মিলে যাবে। ফলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে (সূরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১, আয়াত নং ৫৩)। এ জন্যে কুরআনের প্রতি মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে এবং মানুষের ব্যাপক কল্যাণ হবে।

তাই, মুসলিম জাতি যদি কুরআন না জেনে শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানা শুরু করে তবে তারা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

আর তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়-

- কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব/সাওয়াব, হাদীস বা অন্য যেকোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন বা অন্য যেকোন আমলের তুলনায় অপরিসীমভাবে বেশি।
- কুরআন না পড়ে শুধু হাদীস পড়ার মাধ্যমে ইসলাম জানলে ও মানলে জাহান্নামে যেতে হবে।
- শুধু হাদীস পড়ে ইসলাম জানা ও মানার পদ্ধতি চালু হলে মুসলিমরা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ দিতে ব্যর্থ হবে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব হারাবে।

হাদীস-৫

أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه "شعب الإيمان" أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي التَّارِيخِ، حدثنا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَذِيُّ، حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، حدثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حدثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ .

অনুবাদ : ইমাম বায়হাকী (রহ.) নুমান ইবনে বাশীর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন- নুমান ইবনে বাশীর (রা.) বলেন-

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কুরআন অধ্যয়ন করা আমার উম্মতের জন্য সর্বোত্তম ইবাদাত।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম বায়হাকী, 'শু'আবুল ঈমান' (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৪ খ্রি.), تعظيم القُرْآنِ (কুরআনের সম্মান অধ্যায়), فصل في ادمان تلاوة القرآن (কুরআন তিলাওয়াতের আকর্ষণ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২০২২, পৃ. ৮৩২।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করা তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করাকে সর্বোত্তম ইবাদাত বলা হয়েছে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন বা অন্য যেকোনো জ্ঞান অর্জনের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব অনেক বেশি।

শয়তানের এক নম্বর কাজ

শয়তানের এক নম্বর কাজকে অন্য যে সকল কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তা হলো- সবচেয়ে বড় ক্ষতির কাজ, সবচেয়ে বড় জুলুম, সবচেয়ে বড় অকল্যাণের কাজ, সবচেয়ে বড় গুনাহর কাজ ইত্যাদি।

চলুন, এবার Common sense, কুরআন ও হাদীস থেকে এ বিষয়টি জানা যাক।

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

১. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ।

২. ইসলামের ১ম ও ২য় স্তরের সকল মৌলিক করণীয় (ফরজ) ও নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয় এবং ১টি মাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত) কুরআনে উপস্থিত আছে। (২য় স্তরের মৌলিক বিষয় হলো ১ম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়)।

৩. কলেবর (Volume), হাদীস ও ফিকহগ্রন্থের তুলনায় অনেক ছোট।

তাই, কুরআন পড়ে-

- যতো সহজে, কম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে ইসলামের সকল ১ম ও ২য় স্তরের মৌলিক বিষয় জানা যায় এবং
- ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। হাদীস, ফিকহ বা অন্যগ্রন্থ পড়ে তা মোটেই সম্ভব নয়।

তাই, শয়তান সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরাতে।

দৃষ্টিকোণ-২

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, একজন মু'মিনের এক নম্বর কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। যে কাজটি মুমিনের ১ নং কাজ স্বভাবতই তার বিপরীত কাজটিই হবে শয়তানের ১ নং কাজ অর্থাৎ শয়তানের এক নম্বর কাজ হবে ঈমানদারকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে বা অন্ধকারে রাখা।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- শয়তানের এক নম্বর কাজ হবে ঈমানদারকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে বা অন্ধকারে রাখা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ

অনুবাদ : অতএব তার চেয়ে বড় জালিম আর কে যে (কুরআন) না জানার জন্যে আল্লাহ সম্পর্কে একটি মিথ্যে রচনা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়?

(আন'আম/৬ : ১৪৪)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জ্ঞান না থাকার জন্যে কুরআনের বিষয়ে ভুল বলে যে ব্যক্তি মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় সে সবচেয়ে বড় জালিম (অত্যাচারী)। এর কারণ হলো-

১. কুরআনের বিষয়ে ভুল তথ্য অন্য বিষয়ের ভুল তথ্যের চেয়ে মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি করে।
২. কুরআনের জ্ঞান থাকা ব্যক্তি ভুল বললে দু'একটি ভুল বলতে পারে, কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে অসংখ্য ভুল বলবে।

মানুষের ওপর জুলুম করা গুনাহ। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। তাই, শয়তানের এক নম্বর কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দুরে সরানো।

তথ্য-২

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

অনুবাদ : অতএব তার চেয়ে বড় জালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে এবং সত্য (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যে বলে যখন তা পৌঁছে গেছে (তার কাছে)?

(সূরা আয যুমার/৩৯ : ৩২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতখানিতেও উল্লিখিত দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি হলো কুরআনের বক্তব্য জানা ব্যক্তি। তাই, আয়াতখানিতে উল্লিখিত প্রথম ধরনের ব্যক্তি হবে কুরআনের বক্তব্য না জানা ব্যক্তি। তাই, আয়াতখানিতে দু'ধরনের ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় জালিম বলা হয়েছে-

১. না জানার জন্যে কুরআনের যেকোন একটি বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলা ব্যক্তি।

২. জানার পর কুরআনের যেকোন একটি বিষয়ে মিথ্যে বলা ব্যক্তি।

না জানার জন্যে না মানা, জানার পর না মানা থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। না জানার জন্যে ১টি গুনাহ এবং না মানার জন্যে আর একটি গুনাহ। তাই, না জানার জন্যে কুরআনের যেকোন একটি বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলা ব্যক্তি জানার পর কুরআনের যেকোন একটি বিষয়ে মিথ্যে বলা ব্যক্তির তুলনায় দ্বিগুণ গুনাহগার।

তাই, এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়- শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো।

তথ্য-৩

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অনুবাদ : যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে কুরআন পড়া শুরু করার আগে أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়ার মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য কাজ যেমন, সালাত, সিয়াম

ইত্যাদি শুরু করার আগে তিনি أَعُوْذُ بِاللهِ পড়তে উপদেশও দেননি। মহান আল্লাহ কি বিনা প্রয়োজনে এটা করেছেন? না, তা অবশ্যই নয়।

আল্লাহ জানেন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা শয়তানের কাজ কিন্তু শয়তানের এর চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি বড় কাজ হলো বিভিন্নভাবে কুরআনের জ্ঞান থেকে মু'মিন বা মানব সভ্যতাকে দূরে রাখা। তাই কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তান যাতে তাদের ধোঁকা দিতে না পারে সে জন্য ঐ সময় তাঁর কাছে আশ্রয় (সাহায্য) চাইতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আর এর কারণ হলো, তিনি সাহায্য না করলে তারা শয়তানের ধোঁকাবাজির কাছে হেরে যাবে। অর্থাৎ কুরআন পড়েও কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না।

তাই এ আয়াত থেকেও বুঝা যায় শয়তানের সবচেয়ে বড় বা ১ নং কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- শয়তানের সবচেয়ে বড় বা ১ নং কাজ সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- শয়তানের সবচেয়ে বড় বা ১ নং কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: " قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল হামীদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন- ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর

(রা.) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি- রাসূলুল্লাহ (স.) বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা তাঁকে বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা। (অতঃপর তিনি বললেন), এখন কি আমি সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনোটি তা তোমাদের বলবো? তিনি বলেন, তা হচ্ছে মিথ্যে বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া। শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন 'মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া'।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।
- আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম, كِتَابُ الْإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا (কবীরা গুনাহ ও সবচেয়ে বড় গুনাহ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৪৪, পৃ. ৩৭।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে রসূল (স.) মিথ্যে বলা বা মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়াকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেছেন। ইসলামী বিধান মতে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যে। একজন মানুষ কুরআনের বিপরীত কথা বলতে পারে দু'কারণে-

১. কুরআন না জানার জন্যে ভুল করে।
২. কুরআন জানার পর ইচ্ছা করে।

কুরআনের বিপরীত কথা বলার এ দু'টি কারণের মধ্যে কুরআন না জানার জন্যে কুরআনের বিপরীত কথা বলা দ্বিগুণ গুনাহ। কারণ-

১. জানা ও মানা উভয়টি ফরজ। তাই, যে জানে কিন্তু মানে না তার একটি ফরজ তরকের গুনাহ হয়। আর যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দুটি ফরজ তরকের গুনাহ হয়।
২. যে জানে তার আজ না হলেও আগামী কাল বা একদিন না একদিন মানার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যে জানে না সে কোনোদিন মানতে পারবে না।
৩. জানার পর না মানা অধিক গুনাহ কথাটি জ্ঞান অর্জন করার বিষয়ে মানুষকে দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে। অন্যদিকে না জানার জন্যে না মানা অধিক গুনাহ কথাটি জ্ঞান অর্জন করার বিষয়ে মানুষকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে।

তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী, কুরআন না জানা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- শয়তানের সবচেয়ে বড় বা ১নং কাজ হবে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

হাদীস-২

أخرج الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

অনুবাদ : ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.),আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম ইবনে আম্মার থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন- শয়তানের কাছে একজন ফকিহ হাজারো (অজ্ঞ) আবেদ থেকে অধিক (ভয়ের কারণ)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, সুনান ইবনে মাজাহ (আল-কাহেরা : মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২০১১ খ্রী.), كِتَابُ الْمُقَدِّمَة (প্রারম্ভিকা অধ্যায়), بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ (আলেমদের মর্যাদা ও জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ দান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২২২, পৃ. ৫২।

ব্যাখ্যা : ফকিহ' হলেন ইসলামের জ্ঞানী ব্যক্তি। ইসলামের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্য ক্ষতিকর। কারণ তাকে ধোঁকা দেওয়া কঠিন। তাহলে একজন কুরআনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। কারণ তাকে ধোঁকা দেওয়া সবচেয়ে বেশি কঠিন। যে ধরনের ব্যক্তি শয়তানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর সে ধরনের ব্যক্তি যেন তৈরি না হতে পারে সে ব্যাপারে শয়তানের সবচেয়ে বেশি চেষ্টা থাকা স্বাভাবিক। তাই, শয়তান সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখার জন্য। আর তাই, এ হাদীসখানির মাধ্যমেও রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা শয়তানের সবচেয়ে বড় বা এক নম্বর কাজ।

মু'মিনের আল কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞান থাকতে হবে

'কুরআনের জ্ঞান থাকা একজন মু'মিনের এক নম্বর কাজ, সর্বপ্রথম কাজ, সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ' এ তথ্য জানার পর স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন আসে, একজন মু'মিনের কুরআনের কতোটুকু অংশের জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন মু'মিনের কুরআনের কয়েকটি সূরার জ্ঞান থাকলে চলবে, না তাকে পুরো কুরআনের জ্ঞান রাখতে হবে।
চলুন এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক-

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১
কোন বিষয়ের সকল মূল তথ্য যদি একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে Common sense এর সর্বসম্মত রায় হলো ঐ বিষয়টি পালন করে সফল হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরো গ্রন্থটি পড়ে সকল মূল তথ্য জেনে নিতে হবে।
ইসলামের সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয় ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। তাই Common sense এর সর্বসম্মত রায় হলো যে ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায় (মু'মিন) তাকে অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। দু'চারটি বা কয়েকটি সূরার বক্তব্য জানা থাকলে চলবে না।
দৃষ্টিকোণ-২
একজন চিকিৎসকের চেম্বারে যদি লেখা থাকে 'আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল গ্রন্থের পুরো অংশ জানি না'- তাহলে তার চিকিৎসা নিতে কোনো রোগী আসবে না। এর কারণ হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল গ্রন্থের যে অংশ সে জানে না সে অংশে উল্লেখ থাকা রোগের চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হবে। এ উদাহরণের আলোকে একজন মু'মিনের ইসলামের মুল গ্রন্থ কুরআনের পুরো অংশের জ্ঞান আর্জন করতে হবে।
দৃষ্টিকোণ-৩
একটি বিধান কখন ফরজ হয় তা জানা না থাকলে মানুষ বুঝতে পারবে না কুরআনের ঐ বিধান পালন করা তার জন্য কখন বাধ্যতামূলক হবে। ফলে ফরজ হয়ে যাওয়ার পরও সে, বিধানটি পালন করতে ব্যর্থ হবে। তাই সকল মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- সকল মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ

অনুবাদ : তাহলে কি তোমরা কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে; আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।

(সূরা বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়- একজন মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (কুরআনের মাধ্যমে) নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যে আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে

তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব; আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত ক'খানির মূল শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। আয়াত ক'খানিতে এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

পুরো কুরআন অনুসরণ করতে হলে সম্পূর্ণ কুরআন আগে জানতে হবে। তাই এ আয়াতগুলোর তথ্য থেকেও স্পষ্ট জানা যায়, আল্লাহর দেওয়া কিতাবের (কুরআন) কিছু অংশ জানলে ও অনুসরণ করলে এবং কিছু অংশ না জানলে এবং অনুসরণ না করলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে। অর্থাৎ একজন মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- মু'মিনের আল কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞান থাকতে হবে সে সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- একজন মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

أخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ ... ...مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ،.....

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যে তথ্য (মিথ্যে হাদীস) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ... ... যে কেউ তাকে (কুরআন) অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন .....।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।
- ইমাম আর ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী সুনানুত তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১২ খ্রি.), أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (রসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য হলো যে কুরআনকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। এ ঘটনা পুরো কুরআন পরিত্যাগ করলে ঘটবে এবং আংশিক কুরআন পরিত্যাগ করলেও ঘটবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো মৌলিক। তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- একজন মু'মিনকে পুরো কুরআন মানতে হব। পুরো কুরআন মানতে হলে পুরো কুরআন আগে জানতে হবে।

কুরআন বোঝা কঠিন না সহজ

প্রচলিত ধারণা

ধারণা-১

প্রচলিত ধারণা হলো, কুরআন বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে চালু থাকা একটি কথা হলো- কুরআন বোঝা অত্যন্ত কঠিন, তাই তা বুঝতে গেলে গুমরাহ (পথভ্রষ্ট) হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই কুরআন না বুঝে বা অর্থছাড়া পড়াই উত্তম।

ধারণা-২

বর্তমান বিশ্বের ইসলামী শিক্ষায় নিম্নের বিষয়গুলোকে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হিসেবে শেখানো হয়-

১. সঠিক আকীদা সম্পন্ন হওয়া
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া
৩. ইলমুল তাওহীদ জানা
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসে খোঁজ করা, কারণ তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা
৭. এরপর সুন্নাহতে ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা
৮. কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা
৯. আরবী ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া
১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মত সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

(কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১)

এ মূলনীতিসমূহ পর্যালোচনা করলে সহজে বলা যায়- কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝা ভীষণ কঠিন। এ মূলনীতির সবগুলোতে পৃথিবীর কোন ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তাই, এগুলো যদি কুরআন ব্যাখ্যা তথা বোঝার মূলনীতি হয় তবে পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কুরআন বোঝা সম্ভব নয়।

প্রকৃত তথ্য

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❑ ম্যানুয়ালের দৃষ্টিকোণ

কোনো জিনিসের পরিচালনার নিয়ম-কানুন সম্বলিত বই (ম্যানুয়াল), যে ভাষায় লেখা হোক তা অত্যন্ত সহজ করে লেখা হয়। কুরআন হলো মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক আরবীতে লেখা ম্যানুয়াল। তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে কুরআন লেখা হয়েছে অত্যন্ত সহজ আরবীতে। আর তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে কুরআনের আরবী বোঝা খুব সহজ হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ বাধ্যতামূলক করার দৃষ্টিকোণ

একটি ক্লাসের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় সে গ্রন্থকে, যার জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব। সকল মানুষের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় কুরআন বোঝা সহজ হবে এবং একটু চেষ্টা করলে সকলে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ সাহাবাগণের দৃষ্টিকোণ

সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরক্ষর সাহাবাগণ সবচেয়ে ভালো কুরআন বুঝেছিলেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়, কুরআনের আরবী বোঝা খুব সহজ।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ একই শব্দ বার বার ব্যবহার হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআনে একই শব্দ বার বার ব্যবহার হয়েছে। মাত্র ২০০টি শব্দের অর্থ শিখলে কুরআনের ২/৩ এর অধিক অংশের অর্থ বুঝা যায়। এ তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় কুরআনের আরবী বোঝা সহজ।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ একই বিষয় বার বার বর্ণনা হওয়ার দৃষ্টিকোণ

আল কুরআনে একই বিষয় সামান্য পরিবর্তন করে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতেও Common sense-এর আলোকে বলা যায় কুরআনের আরবী বুঝা খুব সহজ।

দৃষ্টিকোণ-৬

❑ মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক হওয়ার দৃষ্টিকোণ

মহান আল্লাহর জানানো তথ্য-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অনুবাদ : তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেনো যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।

(সূরা আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- ইসলাম জানা ও পালন করার ব্যাপারে যারা সুযোগ সুবিধা জন্মগতভাবে বেশি পেয়েছে তাদের বিচারের মানদণ্ড সুযোগ সুবিধা জন্মগতভাবে কম পাওয়া মানুষদের তুলনায় কঠোর হবে। এটি মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচারক হওয়ার প্রমাণ।

কুরআন বোঝার জন্য আরবী গ্রামারের গভীর জ্ঞান দরকার হলে, আল্লাহর এ ঘোষণা অনুযায়ী অনারবদের ইসলাম পালনে ছাড় পাওয়া তথা গুনাহ করার সুযোগ অনেক বেশি হবে। মুসলিমদের ব্যাপক গুনাহ করার সুযোগ থাকামূলক কর্মপদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালার কর্মপদ্ধতি অবশ্যই হতে পারে না। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে কুরআন বোঝা অবশ্যই সহজ হবে।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআন বোঝা সহজ।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

অনুবাদ : আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি স্মরণ রাখা বা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য; অতএব, স্মরণ রাখা বা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কেউ আছে কি?

(সূরা আল ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

তথ্য-২

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তারা স্মরণ রাখতে বা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।

(সূরা আদ দুখান/৪৪ : ৫৮)

তথ্য-৩

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ : অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করা হয়েছে, আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে।

(সূরা মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

তথ্য-৪

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ

অনুবাদ: তোমার সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী মৌমাছির প্রতি ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) করেন পাহাড়, গাছ ও যে মাচা তারা (মানুষ) তৈরি করে তাতে বাসা বাঁধার জন্য। অতঃপর প্রত্যেক ফল-ফুল থেকে কিছু কিছু খাও, তারপর তোমার সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারীর সহজ পথ অনুসরণ করো।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৬৯)

ব্যাখ্যা: মৌচাক তৈরি করা এবং ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে জমা করা ভীষণ সুক্ষ্ম ও কঠিন কাজ। আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মৌচাক তৈরি করা, ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাক তৈরি করে

সেখানে মধু জমা করার পদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালা মৌমাছিকে ওহী করেন। আর ঐ পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ সহজ বলে উল্লেখ করেছেন।

মৌমাছির কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। প্রাণিটি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর পাওয়া ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) বুঝে নিয়ে মৌচাক তৈরি করা, ফল-ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাক তৈরি করে সেখানে মধু জমা করার কঠিন কাজটি সুচারু রূপে পালন করে।

মানুষকে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন। ঐ উৎস মৌমাছির উৎস থেকে কোটি কোটি গুণে বেশি শক্তিশালী। মানুষের আল্লাহর সাথে ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) আদান-প্রদান করে জ্ঞান অর্জন করার পদ্ধতিও মহান আল্লাহ চালু রেখেছেন (সূরা শুরা/৪২ : ৫১)। মানুষের জীবন পরিচালনার জ্ঞানের হার্ড কপি হলো আল কুরআন। ঐ কুরআনে আল্লাহ বার বার বলেছেন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মানুষের জন্য সহজ। তাই, এ আয়াতের আলোকে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় সকল মানুষের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ভীষণ সহজ।
সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে- কুরআন স্মরণ রাখা ও বোঝার জন্য সহজ।
♣♣ তাহলে দেখা যায়- কুরআন বোঝা সহজ না কঠিন হওয়া সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কুরআন বোঝা সহজ।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা (কড়াকড়ি) আরোপ করে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়। অতএব তোমরা সহজ পন্থায় বেশি বেশি আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থেকো; আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ♦ সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ : মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ (দ্বীন সহজ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩৯, পৃ. ১৬।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে নবী কারীম (স.) নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন- দ্বীন একটি সহজ বিষয়। তিনি আরো বলেছেন- যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা বা কড়াকড়ি আরোপ করবে সে পরাজিত হবে। দ্বীন একটি সহজ বিষয় কথার অর্থ হবে- দ্বীন জানা, বোঝা ও মানা সহজ। দ্বীন জানার মূল ও একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। তাই, হাদীসটিতে বলা দ্বীন একটি সহজ বিষয় কথার মূল অর্থ হবে- কুরআন জানা, বুঝা ও মানা সহজ।

হাদীস-২

أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في "مسنده" حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন- ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা শিক্ষা দাও ও সহজ করো এবং কঠিন করো না। আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।
- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব), হাদীস নং ২৫৫৬, পৃ. ৪৯২।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সহজ পন্থায় শেখাতে এবং কঠিন পন্থায় শেখানো পরিহার করতে বলেছেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় কী হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাই, সে বিষয় হবে জীবন সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়। স্বাভাবিকভাবে ঐ বিষয়ের মধ্যে কুরআনই হবে প্রথম। তাই, রসূল (স.) এখানে মূলত কুরআনকে সহজ পন্থায় শেখাতে এবং কঠিন পন্থায় শেখানো পরিহার করতে বলেছেন। একটি বিষয় সহজ হলেই তা শেখানো সহজ হয়। তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ীও কুরআন শেখা ও শেখানো সহজ।

আল কুরআনের জ্ঞানীদের স্তর বিন্যাস

Common sense

উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। বাকারা/২ : ২৬)

উদাহরণ-১

একটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাবে। চিকিৎসা বিদ্যায় বিভিন্ন বিষয় আছে। যেমন মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ইত্যাদি। MBBS পর্যায় পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে ঐ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর তাই চিকিৎসা বিদ্যায় সাধারণ প্র্যাকটিস (General Practice) করতে হলে MBBS ডিগ্রি থাকা অবশ্যই দরকার হয়। এরপর কেউ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) হতে চাইলে তাকে ঐ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়। আর চিকিৎসা বিদ্যার একটি দিকেও যার মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে তাকে ডাক্তারী সনদ দেওয়া হয় না। এটা একটা চিরসত্য কথা।

উদাহরণ-২

সাধারণ শিক্ষায়ও একটি স্তর পর্যন্ত সবকিছু পড়ানো হয়। তারপর এক একটি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে হয়।

উদাহরণ দু'টির ভিত্তিতে **Common sense**-এর আলোকে যা বলা যায়- যে কোনো গ্রন্থের জ্ঞান থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত থাকে-

১. সাধারণ জ্ঞানী
২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী
৩. জ্ঞানী নয়

সাধারণ জ্ঞানী

এ ধরনের জ্ঞানী বলা হয় সে ব্যক্তিকে যার গ্রন্থটিতে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান আছে।

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

এ ধরনের জ্ঞানী বলা হয় সে ব্যক্তিকে যার গ্রন্থটিতে উপস্থিত থাকা সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান থাকে এবং এক বা একাধিক দিকের বিস্তারিত জ্ঞান থাকে।

জ্ঞানী নয়

জ্ঞানী নয় বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যার গ্রন্থটিতে উল্লেখ থাকা একটি দিকেরও মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে।

আল কুরআন হলো মানুষের জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানের আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া মূল সিলেবাস। তাই, আল কুরআনে উল্লেখ আছে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্য যতো বিষয় (Subject) দরকার তার সবক'টির তথ্য বা জ্ঞান। সে বিষয়গুলো হলো- তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, উপাসনা, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, পারলৌকিক বিষয়াবলি ইত্যাদি।

আল কুরআনে আছে-

- ইসলামের সকল ১ম ও ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক দিক) বিষয়।
- ১টিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)।

আল কুরআনে ঐ সকল বিষয়ের-

১. কিছু উল্লেখ আছে বিস্তারিতভাবে
২. কিছু উল্লেখ আছে সংক্ষিপ্তভাবে
৩. কিছু উল্লেখ আছে ইঙ্গিতে।

বাকি বিষয়গুলো রসূল (স.)-এর সুন্নাহ থেকে বা গবেষণা করে আবিষ্কার করার মাধ্যমে জেনে নিতে বলা হয়েছে।

তাই, উদাহরণ দু'টির ভিত্তিতে **Common sense**-এর আলোকে সহজে বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞানী স্তর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ-

কুরআন তথা ইসলামের জ্ঞানী মানুষগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে-

১. সাধারণ জ্ঞানী
২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী
৩. জ্ঞানী নয়

সাধারণ জ্ঞানী

কুরআন তথা ইসলামের সাধারণ জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হবেন সেই ব্যক্তি যিনি-

১. পুরো কুরআন অধ্যয়ন করে সেখানে মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্বন্ধে যতোটুকু তথ্য আছে তা জেনেছে।
২. কুরআনে উল্লেখ থাকা কোন বিষয়ে এমন কথা বলে না যা ঐ বিষয় সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ থাকা তথ্যের বিপরীত। যেমন-
   - মদে কোনো কল্যাণ নেই।
   - লোহায় অল্প শক্তি ও কল্যাণ আছে।
   - কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হবে।

এ ধরনের কথা কুরআনের মূল বক্তব্যের বিপরীত।

কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

কুরআন তথা ইসলামের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হবেন সেই ব্যক্তি যিনি- কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার পর কুরআনে উল্লিখিত কোনো একটি বিষয়ে (তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) আরো উচ্চতর বা বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছেন।

জ্ঞানী নয়

কুরআনের জ্ঞানী নন বলে গণ্য হবেন সেই ব্যক্তি যিনি যে কোনো একটি বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্যটি জানেন না বা তার বিপরীত কথা জানেন।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- ওপরে যা উল্লিখিত হয়েছে তাই হবে আল কুরআনের জ্ঞানীদের স্তর বিন্যাস।

আল কুরআন

তথ্য-১

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো তবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৪৩ এবং সূরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : দু'টি সূরায় থাকা এ বক্তব্য থেকে জানা যায়- মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের কমজ্ঞানী (সাধারণ জ্ঞানী) ও অধিকজ্ঞানী (বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী) বিভক্তি আছে।

তথ্য-২

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ

অনুবাদ : তাহলে কি তোমরা কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্য যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

(সূরা আল বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল কুরআনের একটি বিষয়েরও জ্ঞান এবং সে জ্ঞানে বিশ্বাস না থাকলে ঈমানদারের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাহলে আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- মু'মিনের স্তর বিন্যাসে জ্ঞানী নয় স্তর আছে। আর এ স্তরের সংজ্ঞা হবে- আল কুরআনের যেকোন একটি বিষয়ের জ্ঞান না থাকা।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- আল কুরআনের জ্ঞানীদের স্তর বিন্যাস সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে উল্লিখিত বিন্যাসই হবে ইসলামের চূড়ান্ত স্তর বিন্যাস।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন ‘আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন-আবদুল্লাহ বিন আমর বিন ‘আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন-এই মতবিরোধের জন্যেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে বাতিল (রহিত) করেছিলো। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দিয়ে বাতিল (রহিত) করো না। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো। আর আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সেটি তার জ্ঞানীদের প্রতি ছেড়ে দাও।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস), পঞ্চম খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানির ‘আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সেটি তার জ্ঞানীদের প্রতি ছেড়ে দাও’ অংশের আলোকে সহজে বলা যায়-মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের কমজ্ঞানী (সাধারণ জ্ঞানী) ও অধিকজ্ঞানী (বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী) বিভক্তি আছে।

হাদীস-২

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অনুবাদ : আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি, খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : বায়হাকী, হাদীস নং-১২৪৭০)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসখানির একটি বক্তব্য হলো, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। খিয়ানাত করা হলো ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করা। ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই, ঈমান না থাকার অর্থ হলো জ্ঞান এবং সে জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস না থাকা।

তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়, ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়েরও জ্ঞান এবং সে জ্ঞানে বিশ্বাস না থাকলে ঈমানদারের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাহলে হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- মু'মিনের স্তর বিন্যাসে জ্ঞানী নয় স্তর আছে। আর এ স্তরের সংজ্ঞা হবে- ইসলাম বা আল কুরআনের যেকোন একটি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান না থাকা।

আল কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে কি না

Common sense

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। বাকারা/২ : ২৬) যারা চিকিৎসা বিদ্যে প্রয়োগ (Practice) করতে চায় তাদের অবশ্যই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানী হতে হয়। অর্থাৎ তাদের অবশ্যই MBBS পাস করতে হয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ (Specialist) হওয়া সকল চিকিৎসকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ কল্যাণ পাওয়ার জন্য সমাজে কিছু না কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অবশ্যই থাকতে হবে।

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম প্রাকটিস করে সফল হতে চায়। তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense এর আলোকে সহজে বলা যায় যে- কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আ'ইন)। কিন্তু কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া)। তবে মুসলিম সমাজে কুরআনের কিছু না কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে সমাজ কুরআনের পরিপূর্ণ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আ'ইন)। কিন্তু কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া)।

আল কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অনুবাদ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং হিকমাহ (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা) শেখায়; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো।

(সূরা আল জুম'আ/৬২ : ২)

ব্যাখ্যা : একই ধরনের বক্তব্য আছে সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ নং এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে। আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা থেকে ইতোমধ্যে (পৃষ্ঠা নং ৫১) আমরা জেনেছি যে- কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আ'ইন)।

তথ্য-২

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো তবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সূরা আন নাহল/১৬ : ৪৩ এবং সূরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতদু'খানির উপস্থাপনের ধরন থেকে যা বোঝা যায়, কুরআনের-

১. জ্ঞানীর দুটি স্তর থাকবে- সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী।
২. সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আ'ইন)।
৩. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয় (ফরজে কিফায়া)।
৪. পুরো কল্যাণ পাওয়ার জন্য কুরআনের কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী মুসলিম সমাজে থাকতে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- আল কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে কি না বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আ'ইন)। কিন্তু কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া)। তবে আল কুরআনের পুরো কল্যাণ পাওয়ার জন্য কুরআনের কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী মুসলিম সমাজে থাকতে হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

কুরআনের জ্ঞানীদের শ্রেণিবিন্যাস অধ্যায়ে উপস্থাপিত হাদীস দু'খানির ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়-

১. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আ'ইন)।
২. কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া ফরজে কিফায়া।

কুরআনের জ্ঞান অর্জনে সফল হওয়ার বিষয়ে সার্বিক তথ্য

১. আল্লাহর বিচার্য বিষয় যা হবে না ও হবে

একজন মুসলিম কুরআনের প্রকৃত সাধারণ জ্ঞানী হতে পেরেছিল কি না, সেটি পরকালে আল্লাহর বিচার্য বিষয় হবে না। আল্লাহ দেখবেন, ব্যক্তিটি কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেছিল কি না। যারা এ চেষ্টাই করবে না, তাদের অবশ্যই মৃত্যুর পর কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

এর বাস্তব উদাহরণ হলো নবী-রসূলগণের জীবন। নবী-রসূলগণকে (আ.) আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যতদূর জানা যায়, অল্প কয়েকজনই মাত্র ঐ কাজে সফল হয়েছিলেন। তাহলে কি বাকি সবাই জাহান্নামে যাবেন? না, তা অবশ্যই নয়। কারণ, তাঁরা সে কাজে সফল হওয়ার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

২. ব্যতিক্রম:

যাদের লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ নমনীয় থাকবেন-এটি স্বাভাবিক। কিন্তু যারা শিক্ষিত তাদের এ বিষয়ে কোনো ছাড় যে আল্লাহ দেবেন না, এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

৩. বর্তমান যুগের অপূর্ব সুযোগ

বর্তমানে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়ার এক অপূর্ব সুযোগ মানব সভ্যতার সামনে উপস্থিত আছে। সেটি হলো- কুরআনের জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা সামনে রেখে যে কোনো ভাষায় লেখা কুরআনের অনুবাদ পড়া।

আমাদের গবেষণা মতে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি ৮টি। যথা-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা।
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) (গবেষণা সিরিজ-১২)

আল কুরআনের কোন অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে হবে?

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম অনারব। আর অনারব মুসলিমদের প্রায় সবাই অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন।

এ বিষয়ে প্রচলিত ধারণা হলো কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর যতো পুরাতন ততো ভালো। এ তথ্য সঠিক হওয়ার প্রমাণ-

প্রমাণ-১

বর্তমান ইসলামী শিক্ষায় যে সকল তাফসীর অধিক গুরুত্ব দিয়ে হুবহু পড়ানো হয় সেগুলো প্রণয়নের সময়কাল

১. তাফসীরে ইবনে কাসির

লেখকের জন্ম ৭০০ হি., ইন্তেকাল ৭৭৪ হি.

২. তাফসীরে কাশশাফ

◆ লেখকের নাম- আবু-আল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমার আল যামখসরী

◆ লেখার সন : ৫২৬-৫২৮ হি.

৩. তাফসীরে বায়যাবী

লেখকের : ৬৮৫-৯১হি.

৪. তাফসীরে জালালাইন

◆ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মহাম্মদ আল মহল্লী। জন্ম-৭৯১ হি. মৃত্যু-৮৬৪ হি.

◆ জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবিবকর আসসুয়ূতী। জন্ম-১৩৮৯ হি., মৃত্যু-১৪৫৯ হি.

প্রমাণ-২

কোন অনুবাদক বা তাফসীর কারক তার অনুবাদ বা তাফসীরের সংস্করণ বের করার কোনো ব্যবস্থা করে যাননি। তাই, অনুবাদ বা তাফসীর প্রকাশ পাওয়ার পর তা চলছে এবং সংস্করণ ছাড়া তা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য-

Common sense

উদাহরণ

(সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। বাকারা/২ : ২৬)

উদাহরণ-১

চিকিৎসা বিদ্যায় কোন ছাত্র যদি ৫০ বছর আগের বই পড়ে পরীক্ষা দেয়, তবে তাকে পাশ করানো হয় না তথা প্রাকটিস করতে দেওয়া হয় না।

উদাহরণ-২

চিকিৎসকের চেম্বারে যদি লেখা থাকে ‘আমি ৫০০ বছরের পূর্বের বই পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখেছি’ তাহলে কোন রুগী ঐ চিকিৎসকের কাছে কখনোই আসবে না।

এ দু’টি উদাহরণ থেকে বুঝা যায়- চিকিৎসা বিদ্যে প্রাকটিস করে সফল হতে হলে সর্বশেষ সংস্করণের বই পড়ে চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান অর্জন

করতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুরাতন বইগুলো রিফারেন্স হিসেবে গুরুত্ব পায়। যে কোনো ব্যবহারিক গ্রন্থের ব্যাপারে বিষয়টি প্রযোজ্য।

কুরআন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ। তাই, কুরআনের মতো ব্যবহারিক গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে সফল হতে হলে যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে হবে।

♣♣ ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ বা তাফসীরের শেষ সংস্করণ পড়তে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ..... .

অনুবাদ : ... ... আর কোনো রাসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত নিয়ে আসবে। প্রতিটি মেয়াদের (যুগ) জন্য একটি কিতাব (বরাদ্দ/নির্দিষ্ট)।

(সূরা রা'দ/১৩ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়- প্রতি যুগের জন্য একটি কিতাব নির্দিষ্ট। কুরআনের যুগ হলো নাযিল শুরুর দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়- কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

তথ্য-২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا .

অনুবাদ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে?

(সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : এ ধরনের আরো আয়াত আছে যেখানে- মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন বা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। এ আয়াত অনুযায়ী, কুরআনের আয়াত নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা করতে হবে এবং সে গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে অনুবাদ বা তাফসীরের সংস্করণ বের না করলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তিরস্কৃত হতে হবে।

তথ্য-৩

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সূরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর। আর বর্তমানে দেখার উপায়সমূহ হলো- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

তাই এ আয়াতের বক্তব্য হলো- খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীর নিয়ে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণা করতে থাকলে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী, বিজ্ঞানের সঠিক আবিষ্কারের সাথে সঙ্গতি রেখে কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর আপডেট করতে হবে।

তথ্য-৪

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ : বলো- যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(সূরা আয যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির প্রশ্নের উত্তরের একটি প্রবাহচিত্র-

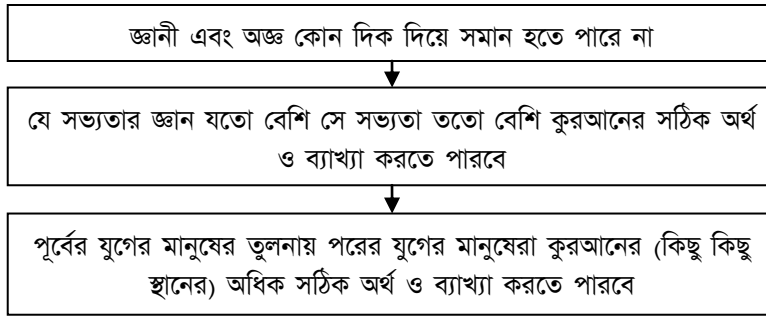

তথ্য-৫

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন (কুরআন) তার ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তাদের পূর্বপুরুষগণ সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ) সৎপথপ্রাপ্ত না হলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(আল-মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতখানির একটি দৃষ্টিকোনের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা হলো- সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্যে পূর্বের মনীষীগণের আল কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। তাই, মুসলিমদের আল কুরআনের বর্তমান সময়ের যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও তাফসীর পড়তে হবে। আর পূর্বের অনুবাদ ও তাফসীরকে রিফারেন্স হিসেবে রাখতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ বা তাফসীরের শেষ সংস্করণ পড়তে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- আল কুরআনের কোন অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে হবে? প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ বা তাফসীরের শেষ সংস্করণ পড়তে হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أُخْبِرْتُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্বা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে

বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন- উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বক্তব্য তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে। তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, كِتَابُ الحَجِّ (হজ্ব অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (মিনা দিবসে খুৎবা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে- সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির জন্যে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকতে পারে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ

হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী নয়।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রাসূলুল্লাহ স. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেওয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে- অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের প্রজন্মের মানুষের ঐ বিষয়ে জ্ঞান নাও থাকতে পারে।

আল কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পরিবর্তন হওয়ার উদাহরণ

যুগের জ্ঞানের আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা পরিবর্তন হবে কথাটি বুঝা সহজ। কিন্তু অনুবাদ পরিবর্তন হবে কথাটি বুঝা একটু কঠিন হতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো- মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনেক মূল বক্তব্যে এমন আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন যার কয়েকটি অর্থ হয়। এক সভ্যতার জ্ঞান অনুযায়ী একটি অনুবাদ সঠিক হবে কিন্তু পরের সত্যতার জ্ঞান অনুযায়ী সেটি সঠিক নাও হতে পারে। তাই গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান যুগের যথাযথ অনুবাদটি বাছাই করতে হবে। এর একটি উদাহরণ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

সরল অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।

(সূরা আলাক/৯৬ : ২)

‘আলাক’ শব্দটির আভিধানিক দু’টি অর্থ হলো-

১. জমাট বাঁধা রক্ত।

২. কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু।

প্রায় সব অনুবাদ গ্রন্থে আয়াতখানির অনুবাদ হয়েছে : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।

বর্তমান যুগে অনুবাদটি লিখতে হবে এভাবে : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ (নো স্থান থেকে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। ছবি দেখুন-

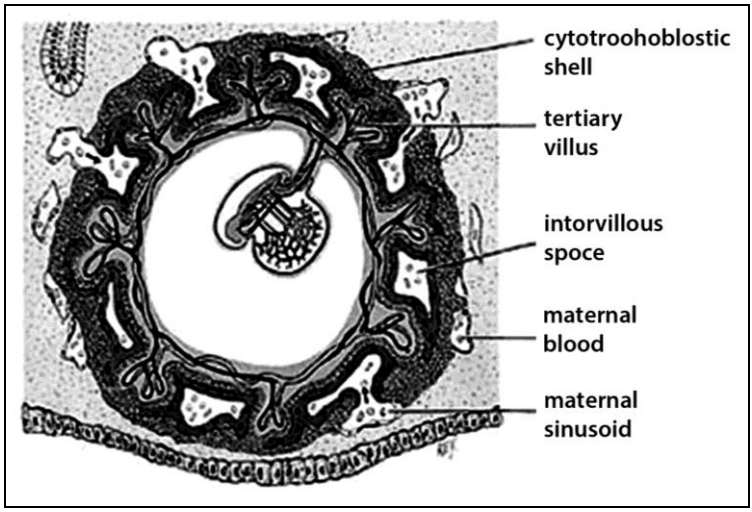

আলাকা

শয়তানের এক নং কাজকে ব্যর্থ করার জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাসমূহ

শয়তানের ১নং কাজকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য দরকার ছিলো এমন দু’টি ব্যবস্থা যাতে একজন মুসলিম-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য হয়।

২. কুরআন ভুলে যেতে না পারে।

পরম দয়ালু আল্লাহ তেমন দু’টি ব্যবস্থায়ই মানুষের জন্য করে রেখেছেন। ব্যবস্থা দু’টি হলো-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করাকে সবচেয়ে বড় সাওয়াব এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে জানিয়ে দেওয়া।

২. সালাতকে সকলের জন্য ফরজ (ফরজে আ'ইন) করা এবং সালাতে কুরআন পড়া ও কুরআনের বিভিন্ন বিধি-বিধান বাস্তবে করার মাধ্যমে শিখা বাধ্যতামূলক করা।

কুরআনে কম-বেশি ৬২৩৬টি আয়াত আছে। এ আয়াতগুলো চার ভাগে বিভক্ত-

১. মুহকামাত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য)
২. মুতাশাবিহাত (অতীন্দ্রিয়)
৩. আমছাল (উদাহরণ)
৪. কেচ্ছা (কাহিনী)।

এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো কুরআনের 'মা' তথা মূল আয়াত। এ তথ্যটি জানানো হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে।

সমস্ত কুরআনে প্রায় পাঁচশতটি মুহকামাত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) আয়াত আছে।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে একজন মুসলিম ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নাত মিলিয়ে মোট ৩২ রাকায়াত সালাত সম্পাদন করে। এর মধ্যে ২৫ রাকায়াতের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর একটা বড় বা তিনটা ছোট আয়াত অবশ্যই পড়তে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিনে একজন মুসল্লীকে ২৫ থেকে ৭৫টা আয়াত পড়তে হয়।

কেউ যদি মুহকামাত আয়াতগুলো সালাতে পড়ে তবে প্রতি ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে তার সব মুহকামাত আয়াত এবং আরো কিছু বেশি সময়ের মধ্যে পুরো কুরআন একবার পুনরায় পড়া (Revision) হয়ে যায়। শয়তানের এক নম্বর কাজটিকে অকার্যকর করে দেওয়ার জন্য কী অপূর্ব ব্যবস্থাই না আল্লাহ মুসলিমদের জন্য করে দিয়েছেন।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, শয়তানের এক নম্বর কাজটিকে অকার্যকর করে দেওয়ার জন্য কী অপূর্ব ব্যবস্থাই না আল্লাহ মুসলিমদের জন্য করে দিয়েছেন। মুসলিমগণ যদি আল্লাহর এই অপূর্ব ব্যবস্থাটার তাৎপর্য বুঝে সঠিকভাবে পালন করতো তবে কুরআনের মূল আয়াতসমূহের বক্তব্যগুলো সব সময় তাদের চোখের সামনে থাকতো। এর ফলে শয়তানের পক্ষে তাদেরকে ঐ মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ধোঁকা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হতো না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইবলিস শয়তান বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর এই অপূর্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রায় অকার্যকর করে দিয়েছে। চলুন এবার দেখা যাক কী কী উপায়ে ধোঁকা দিয়ে শয়তান এই অসাধ্যটি সাধন করেছে।

শয়তানের ১নং কাজকে ব্যর্থ করার জন্য আল্লাহর জানানো ব্যবস্থাসমূহকে শয়তান যেভাবে প্রায় শতভাগ বিফল করে দিয়েছে

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসম্বলিত মঞ্চায়িত এক অপূর্ব জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে উপস্থিত আছে। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে।

মঞ্চায়ন স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা ভূমিকা রেখেছেন/রেখেছে :

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানব জাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.)
৩. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৫. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৬. মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটির কথোপকথন থেকে শয়তানের ষড়যন্ত্রের মূলপদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায়-

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

অনুবাদ : আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, যদি হও তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সূরা আল আ'রাফ/৭ : ১৯)

শয়তানের কথা

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ..... وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর শয়তান ষড়যন্ত্র করলো ... ... এবং (আল্লাহর আদেশের ভুল ব্যাখ্যা করে) বললো- তোমরা দু'জনেই ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা অমর হয়ে যাবে, তাই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সূরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

জীবন্তিকাটির এ দু'টি সংলাপের মাধ্যমে, মানুষকে বিপথে নেওয়ার শয়তানের ষড়যন্ত্রের মূল পদ্ধতিটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে পদ্ধতি হলো- আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে গ্রহণ করানো।

আল কুরআনের ধারক মুসলিমদের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাসমূহকে শয়তান যেভাবে প্রায় শতভাগ বিফল করে দিয়েছে

একটি গ্রন্থের অধিক হারে যথাযথ জ্ঞানী লোক তৈরি হওয়ার সহায়ক প্রধান বিষয়গুলো হলো-

১. গ্রন্থটির জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করামূলক কথা চালু থাকা এবং নিরুৎসাহিত করামূলক কথার প্রচার না থাকা।
২. জীবনের বেশির ভাগ সময় গ্রন্থটি ধরে পড়ার পথে প্রতিবন্ধকতামূলক কোন কথা চালু না থাকা।
৩. গ্রন্থখানিকে না বুঝে (অর্থছাড়া) পড়তে আকৃষ্ট করামূলক কোন কথা চালু না থাকা।
৪. গ্রন্থটির পঠন পদ্ধতি এমন হওয়া যেন না বুঝে (অর্থছাড়া) পড়া কঠিন হয় এবং পড়ার সময় মন সর্বাধিকভাবে আবেগউদ্বেলিত হয়।
৫. গ্রন্থখানিতে অনির্দিষ্ট রহিতকারী ও রহিত হওয়া (নাসিখ-মানসুখ) বিষয় আছে এমন কথা চালু না থাকা।
৬. ব্যবহারিক গ্রন্থের প্রাচীন অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়াকে নিরুৎসাহিত করামূলক এবং যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়াকে উৎসাহিত করামূলক কথার প্রচার থাকা।

উল্লিখিত প্রতিটি পর্যায়ে যে সকল কথা ব্যাপকভাবে চালু করে দিয়ে শয়তান তার ১নং কাজে প্রায় শতভাগ সফল হয়েছে-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনে নিরুৎসাহিত হওয়ামূলক কথা-

ক. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ- তথ্যটি প্রচার হতে না দেওয়া।

খ. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা নফল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদাত।

গ. কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন।

ঘ. জ্ঞান অর্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি।

ঙ. জানার পর না মানা, না জানার জন্যে না মানার চেয়ে বেশি গুনাহ।

২. জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরে পড়ার পথে প্রতিবন্ধকতামূলক কথা-

- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ।

৩. না বুঝে (অর্থছাড়া) কুরআন পড়াকে উৎসাহিত করামূলক কথা-

- অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি।

৪. আবৃত্তির সুর বাদ দিয়ে গানের সুরে (একই ভঙ্গিতে টেনে টেনে সুর দেওয়া) কুরআন পড়ার পদ্ধতি চালু করে দেওয়া।

৫. নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি মাদ্রাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।

৬. যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা ও পড়া নিরুৎসাহিত করার জন্য চালু করে দেওয়া কথা-

- অনুবাদ ও তাফসীর যতো পুরাতন ততো ভালো।
- নতুন করে তাফসীর লিখতে যাওয়া সময় ও শক্তির অপচয়।

প্রতিটি বিষয় নিয়ে যথাযথ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে বা সামনে হবে ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, পুস্তিকায় আলোচনাকৃত প্রতিটি বিষয় কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করি, তথ্যগুলো বিবেচনা করে যেকোনো Common sense সম্পন্ন মানুষের পক্ষে আলোচনাকৃত বিষয়গুলোর গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা মোটেই কঠিন হবে না।

ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে, আলোচনাকৃত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে যে কথা সকল দেশের মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং অধিকাংশ মুসলিম তা মানছে, তার ভিত্তি হচ্ছে হাদীস বা কুরআনের আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা অথবা একটা দুর্বল হাদীস। কিন্তু তার বিপরীতে রয়েছে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী

বক্তব্য। আর সেই বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী বক্তব্যগুলো একেবারেই প্রচার পায়নি। কিন্তু অসতর্ক ব্যাখ্যাটার প্রচার পেয়েছে অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপকভাবে এবং অধিকাংশ মুসলিম তা গ্রহণও করে নিয়েছে। আশা করি, সকলেই এখন বুঝতে পারছেন, 'শয়তানও তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে যাবে', আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত জানার পর আদম (আ.) কেন ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ইবলিস শয়তানের কল্যাণ বা সওয়াব লাভের কথা বলে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল মানুষের কাছে যে কতো সহজে গ্রহণযোগ্য হয়, সে অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরই হয়েছিলো বেহেশতের মধ্যে। তাই তিনি অতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

আসুন আমরা সবাই মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন মুসলিম জাতিকে ইবলিস শয়তানের সকল ধোঁকাবাজি কুরআন, হাদীস ও Common sense এর আলোকে শনাক্ত করার এবং সেগুলোর মোকাবেলায় সঠিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। কারণ, এতেই রয়েছে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী। আমিন!

লেখকের বইসমূহ :

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?

১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common Sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা

৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?

৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)

২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)

৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)

৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান :

❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ আহসান পাবলিকেশন্স, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮

❑ বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

- ❑ প্রফেসর'স বুক কর্ণার , ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ কাটাবন বুক কর্ণার, কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ সালেহীন প্রকাশনী ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ সানজানা লাইব্রেরী ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ আইডিয়াল বুক সার্ভিস, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ আল ফারুক লাইব্রেরী, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ মিল্লাত লাইব্রেরী, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ আহসান পাবলিকেশন্স, কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ জামির কোচিং সেন্টার, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ মমিন লাইব্রেরী, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ বিশ্বাস লাইব্রেরী, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World** লাইব্রেরী, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ প্রফেসর' স পাবলিকেশন' স, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

- ❑ আজাদ বুকস্, ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ নোয়া ফার্মা, নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮

- ❑ আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ ফয়জিয়া লাইব্রেরী, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ তাজ লাইব্রেরী, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ ছালেহিয়া লাইব্রেরী, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮
- ❑ হেলাল বুক ডিপো, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ এটসেটেরা বুক ব্যাংক, মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ আরাফাত লাইব্রেরী, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ বুক হিল, রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ সুলতানিয়া লাইব্রেরী, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ কুদরতিয়া লাইব্রেরী, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ আদর্শ লাইব্রেরী, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ আল বারাকাহ লাইব্রেরী, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২